রেজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার ২ ৭৭

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৫ ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ—২৭এ শ্রাবণ, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১০ই আগষ্ট ১৮৭৬ সাল } ২৬ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ঃ০ঃ—

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

মূল্য ।৵০ আনা। ডাকমাসুল/০ আনা।

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা আফিস ও কালেজ ষ্ট্রীটস্থিত ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

১। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্যান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৵

২। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুনে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸০ প্যাকিং ৵

৩। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸০ প্যাকিং৵

৪। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০ প্যাকিং /১০

৫। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক, পুরাতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৵ প্যাকিং /০

৬। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল ৸ ঐ

৭। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরামর অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

কেশকন্দর্প তৈল।

৮। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ট হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধি কারিতা, ও কেশের সুচিকর্ণতা গুণ দর্শিবে। এমন কি, অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তৈল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। বিশেষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের শীতলতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবেক। মূল্য ৸০, প্যাকিং /১০

ভূম্যধিকারীর প্রতি পরামর্শ।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। বহরমপুর গ্রাণ্টহলে, কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজিটরী, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ।৵০ আনা, ডাক মাশুল /০ আনা।

শরৎ—সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ! দ্বিতীয় সংস্করণ!! দ্বিতীয় সংস্করণ !!

মূল্য ১৵০, ডাকমাশুল ৵০।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, ৫ সংখ্যক কলেজ ষ্ট্রিট, মেসার্স, কে, এম, মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানির ও প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

নড়াল হাটবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ষ্টেটের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী উপযুক্ত মানেজার আবশ্যক। ১৫০০০ টাকা পরিমাণে জামিন দিতে হইবেক। বয়ক্রম ৪০এর নূন না হয়, বেতন উপযুক্ততা অনুসারে ১০০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত, প্রশংসা পত্রের নকলসহ আগামী ৩১শে জুলাই মধ্যে জমিদার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নড়াল। ৮।৭।৭৬। } শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মূল্য ১।০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার

মূল্য

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব

৫৪ নং হাটখোলা

৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপে আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আমরা সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ বিলাত হইতে অতি আশ্চর্য্য ম্যাজিক অর্থাৎ ছায়া বাজী আনায়ন করিয়াছি। ইহার প্রত্যেক সেটের মূল্য ৩ টাকা হইতে ৬, ২৫ ১২০ টাকা পর্য্যন্ত।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোঃ

৩২ নং লাল দিঘীর দক্ষিণ

বন্দুকের দোকান।

কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মূল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলবদ্ধ। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী। ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাব জ্বালা। ৮ ধাতুক্ষয়। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিত্র বা ধবল। ১১ হাপানি কাশী। ১২ আমাশয়। ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ুগোলা। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫৪ নং হাট খোলা।

৫ নং সভাবাজার রাজবাটি

কলিকাতা।

জয় পাল।

ইতিহাস মূলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরি; বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রিট, নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস; চিনাবাজার, পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ডে নং ৪৯ গড় পার বান্ধব, পাঠ পুস্তকালয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা; ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।

নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ নলিনী নাটক। মুল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ এক আনা উক্ত ২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বসুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়। ২। শুদ্ধ যকৃত বৃদ্ধি ৭দিনে আরোগ্য লাভ হয়। ৩। উলাউঠা ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। নাড়ী গরম হয়। ৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য হয়। ৫। খোস পাচড়া। ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুন্‌কো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। সুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। সুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়। ১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়। ১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়। ১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়। ১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়। ১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়। ১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়। ১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়। ১৭। আম বাত। এক দিনেই ভাল হয়। ১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়। হাটখোলার ৫৪নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মুল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।

কলিকাতা।

এত দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সমুদয় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে যে ৭০ লক্ষ ঘর সরাবক জৈনি ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী সম্প্রদায় আছে তাহার প্রতি ঘর হইতে মহারাজ জৈনি ভাণ্ডার অন্যূন ২ টাকা করিয়া দান সংগ্রহ করিবেন। তবে যাহারা ইচ্ছা করিয়া বেশী দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সংগৃহীত অর্থ আনুমানিক আড়াই কোটী টাকা হইবে এবং উহার বার্ষিক সুদ পনের লক্ষ টাকা হইবে। উক্ত টাকার সুদ হইতে নিম্ন লিখিত চারিটী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে এবং বোর্ডের ডাইরেক্টর গণের অভিমতি ও বিবেচনা মত যে সকল স্থান উপযুক্ত হইবে সেই সকল স্থানে উক্ত অনুষ্ঠান সকল স্থাপিত হইবে।

১ম—মহারাজজৈনি বিদ্যালয় সমূহ। দ্বিতীয়—মন্দির সকল জীর্ণ সংস্কার ইত্যাদি। যে যে স্থানে মন্দির নাই সেখানে নূতন মন্দির গঠন, বার্ষিক রথ যাত্রা। সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সরাবক ধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন সেই সেই স্থানে বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া রথ যাত্রা হইবে। ৩য়—মহারাজজৈনি চিকিৎসালয় সকল ঔষধ সকল এই রূপ সুন্দর মতে প্রস্তুত করা যাইবে যে কোন হিন্দু তাহা সেবন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। ৪র্থ—দান, যথা অন্ধ, অতুর, নিরাশ্রয় বিধবা প্রভৃতিকে অর্থ দান।

উপরোক্ত ভণ্ডরের ডাইরেক্টর গণের সকলি ভদ্র লোক। ইহারা মুকসুদাবাদ, দিল্লী, সাহরণপুর, ফরক্কানগর, গোয়ালিয়র, জয়পূর, আমেদাবাদ, আজমীর, বোম্বাই, ইন্দোর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানে বাস করেন।

লালা দয়ারাম দাস
সরাবক চৌধুরী।

ফাষ্ট জেনারেল ম্যানেজীং ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারি, মহারাজজৈনি ভাণ্ডার।

মুকসুদাবাদ, দিল্লী ইত্যাদি।

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

অম্ল পিত্ত রোগের মহৌষধ।

অম্ল পিত্তারী চুর্ণ।

ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ অম্লপিত্ত, অম্ল শূল, গুল্ম, উদরী, গৃহিণী নানা প্রকার উদরাময় আরোগ্য হয়, সপ্তাহ সেবনে হৃদ ফাঠাদি যাতনার লাঘব হয়। প্রায় ৫।৬ শত লোক আরোগ্য হইয়াছে মূল্য এক সপ্তা এক টাকা।

পাচক জল।

ইহাও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। বিশেষতঃ অসহ্য পীড়াদায়ক শূল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য এক সপ্তার ব্যবহার্য্য এক বোতল ॥০ আট আনা

অজীর্ণ কুল কণ্টক।

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে বিশেষতঃ শূল, আম শূল, গুল্ম, উদরী এবং কোষ্টাশ্রিত বায়ু রোগ নিশ্চয় আরোগ্য করে। সহজ শরীরে সেবন করিলে কোষ্ট পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি রাখে। মুল্য এক সপ্তা টাকা

বাত সংহারক তৈল।

এই তৈল নিয়মিত মর্দ্দনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে মুল্য অর্দ্ধপোয়া এক শিশি ১ টাকা।

কুষ্ঠাদি তৈল।

এই তৈল দ্বারা কুষ্ঠ, ধবল, দূষিত নালি ঘা পাঁচড়া আরোগ্য হয়। মুল্য এক ছটাক ১ টাকা।

পুষ্টি বর্দ্ধক মোদক।

ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি মস্তিষ্কের হীন বলতা নষ্ট হয়। মুল্য এক সপ্তা ১৷৷০ টাকা।

ত্রই সমস্ত ঔষধ যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাইবেন। নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য না হইলে মুল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভবানীপুর।

VEDARTHAYATNA.

The *Vedarthayatna* is a monthly publication of 64 pages containg the text tn *Sanhita* and *Pada Pathas* of the Rigveda, with a short paraphrase in modern Sanskrit, and translations in the Marathi and English languages in juxta-posion with each verse of the original, and copious notes grammatical, critical explanatory and historical. It is published at the "Indu-Prakash" Press Bombay. Its annual subscription is Rs. six in advance exclusive of postage (six Annas.)

পাইকপাড়া নারসরি।

এই স্থানে আমেরিকা হইতে ইষ্টিমার যোগে নানা প্রকারের সবজির, ফুলের, লম্বা আঁসের, তুলার ও তামাকের বীচ পোঁছিয়াছে এবং নিম্ন লিখিত সুলভ দরে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। এরূপ সুলভ দরে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

৩০ রকমের সবজি যাহাতে ৬। ৭ রকমের কপির বীজ আছে। সর্ব্ব রকম গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণ। মূল্য ৫ টাকা।

২৫ রকমের অতি উৎকৃট এবং বাছা ২ গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ফুলের বীজ মূল্য ৩ টাকা।

সিআইলেণ্ড অর্থাৎ লম্বা আঁসের তুলার বীজ ফি সের ১৷৷ টাকা।

অপলেণ্ড জরজিয়া তুলার বীজ ফি সের ৷৷০ আনা।

যাঁহাদের এই সকল বীজের আবশ্যক হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে উত্তম রূপ প্যাক করিয়া ডাক যোগে পত্রপাঠ রওনা করিব। এই সকল বিচর জন্য প্যাকিং খরচা লাগিবেনা

যাহারা এই নর্শরির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয় এ নাগাইত এই চাঁদার টাকা পাঠান নাই অনুগ্রহ করিয়া তাহাসত্বর পাঠাইবেন।

৮ই জুন। শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া নারসরি কলিকাতা

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার নেউগী, বাঙ্গালীটোলা মুনসরগঞ্জ	৫
" " প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, চাপা, আসাম	১০
" " হরিশচন্দ্র মিত্র, সরাল	৫৷৷০
" " গোবিন্দরাম রায় চৌধুরী, গৌহাটী	১০
" " বেণীমাধব ঘোষ, গোপালপুর	১০
" " কেদারনাথ দত্ত, বেনারস	৫৷৷০
" " কৈকুণ্ঠনাথ খাঁ, গোহাটী	১০
" " রামময় মৈত্র, ঢাকা	১০
" " অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়, রাণীগঞ্জ	১০
" " বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, পাবনা	১০
সৈয়েদ আরফান আলী, রংপুর	৫৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ সেন, আলাহাবাদ	১০
" " শ্রীশচন্দ্র দেব, বিক্রমপুর	৯
" " ভোলানাথ দে, দিনাজপুর	৫৷৷০
" " মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হুগলী	১০
" " আনন্দগোপাল সেন বাঁকিপুর	১০
" " শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, হাবড়া	১০
" " প্যারীলাল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর	১০
" " বেহারীলাল দত্ত, দত্তপুর	৫৷৷০
" " ফটীকচন্দ্র ঘোষাল, হাদিপুর, কদম্বগাছী	১০
" " কৈলাসচন্দ্র সাধুখাঁ, মধুপুর	১০
" " দিননাথ আড্‌ডি, রাণাঘাট	১০
" " যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সোণাপুর	৮
" " বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য, বেহার	১০
" " কেশবচন্দ্র মল্লিক, আলিপুর	১০
" " নীলকোমল রায়, শেরপুর, বগুড়া	১০
" " দেবেন্দ্রনাথ রায়, বীরভূম	১০
" " কালিকুমার চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম	১০
" " কার্ত্তিকপ্রসাদ কর, রিদাজপুর	৫৷৷০
" " সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তগাছা	১০

অমৃতবাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ২৭এ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

রাজসাহীর রাজচন্দ্র।

রাজচন্দ্র দাসের পত্র যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই চক্ষের জল নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা করিয়াই কি আমরা ক্ষান্ত থাকিব? লালচাঁদ বাবুর অর্থ সঙ্গতি ছিল,তিনি বারিষ্টার মনোমোহন বাবুর সাহায্যে সুবিচারের ফল প্রাপ্ত হইলেন। বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষাল এক জন প্রধান বংশোদ্ভূত, এই নিমিত্ত তাহার প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পতিত হইল। লর্ড লিটনের যখন দেবভাব উদয় হইয়াছিল সেই সময় তিনি ফুলার সাহেবের মোকর্দ্দমা পাঠ করিয়াছিলেন এবং মাজিস্ট্রেট, হাইকোর্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বিচারে বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজচন্দ্রের না আছে অর্থ সঙ্গতি, না আছে বংশমর্য্যাদা। আবার এদেশের রাজ পুরুষদিগের দেবভাব উদয় হওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং যাহারা রাজচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন তাহাদের সাহায্য ভিন্ন রাজচন্দ্রের সুবিচার প্রত্যাশার আর উপায়ান্তর নাই। রাজচন্দ্র যেরূপ হৃদ্‌বিদারক পত্র খানি লিখেন তাহা পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় যে তিনি অরণ্যে রোদন করিবেন না। যাহার রক্ত মাংসের শরীর, যাহার হৃদয়ে কিছু মাত্র দয়া ধর্ম্ম আছে তিনি এই পত্র পাঠ করিয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করিবেন এবং আমরা যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম প্রকৃতপক্ষে তাহাই ফলিয়াছে।

রাজচন্দ্র যখন শুনিবেন যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত অশ্রুপাত করিতেছে তখন তাহার কষ্টের অনেক শমতা হইবে, এমন কি তিনি আপনার সকল দুঃখ বিস্মৃত হইবেন, তাহার মনে হয় ত গৌরবের উদয় হইবে। তিনি ফাটকে যাওয়াকে আর কলঙ্ক মনে করিবেন না, প্রত্যুত তিনি পূর্ব্বে যাহা কলঙ্কের চিহ্ন মনে করিয়া লোক সমাজে গোপন করিবার যত্ন করিতেন এখন তাহা প্রকাশ করিয়া গৌরব করিবেন। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের কেবল তাহার নিমিত্ত চক্ষের জল নিক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রাজচন্দ্রের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে এরূপ অত্যাচার কত স্থানে কত লোক সহ্য করিতেছে তাহা আমরা জানি না। যে স্থানে ধন কি সম্ভ্রম আছে সেই খানে এরূপ অত্যাচার লইয়া আন্দোলন হয়। কত লোক বিরলে বসিয়া মনের বেদনায় রোদন করিতেছে আর তাহাদের রোদন আকাশে লীন হইয়া যাইতেছে। এ সমুদয় অত্যাচার নিবারণ করা গবর্ণমেন্টের ক্ষমতাতীত, আইনের সাধ্যাতীত। আমরা যত দিন আপনারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প না হইব তত দিন আমাদের এ দুর্দ্দশার শেষ হইবে না। যখন এদেশে নীলকরগণের অত্যাচার ছিল তখন গবর্ণমেন্ট উহা নিবারণ করিতে পারিতেন না। প্রজারা ইচ্ছা করিয়া কষ্ট সহ্য করিলে গবর্ণমেন্ট সে কষ্ট কি রূপে নিবারণ করিবেন। প্রজারা তখন নিষ্পীড়িত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করিত, নীলকর সাহেবেরা কাহাকে হত্যা করিলে তাহার আত্মীয় স্বজন তাহা গোপন করিত, গৃহ লুণ্ঠন কি দগ্ধ করিলে তাহার প্রতিবিধান করা দূরে থাকুক ভয়ে সাহেবের পদানত হইত। যত দিন প্রজার এই রূপ ভাব ছিল তত মাজিষ্ট্রেটরা ভৃত্য ছিলেন, দিন গবর্ণমেন্ট নীলকরগণের গোলাম ছিলেন, পোলিস দ্বারবান ছিলেন। নীলকরেরা দিবাভাগে কুল কামিনীগণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছে,ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করিয়াছে, এক গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহারা রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় নাই, বিচার পতিরা তাহাদিগকে দণ্ড করিতে সাহসী হন নাই, পোলিস তাহাদের বিপক্ষে রিপোর্ট করিতে সাহসী হন নাই, সত্যবাদী ধর্ম্মভীত লোকও তাহাদের ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এখন কালের গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রজারা নীলকরদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে প্রাণ যাউক তথাপি তাহারা আপনাদের সত্ব রক্ষা করিবে। প্রজাদের এখন যত উন্নতিই হউক তখন তাহাদের দুরবস্থার সীমা ছিল না। সে বৎসর বেহারে যে রূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন এ দেশীয় প্রজাদিগের মধ্যে অহোরহ সেই রূপ দুর্ভিক্ষ ছিল, তাহারা লেখা পড়া জানিত না, তাহারা জানিত যে বিধাতা তাহাদিগকে চিরকাল কষ্ট সহ্য করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করা, অখণ্ড বস্ত্র পরিধান করা, গৃহে বাস করা প্রভৃতি সুখভোগ গুলি তাহারা দুর্ল্লভ মনে করিত। উড্ডীন মৎস্যের ন্যায় তাহারা যেখানে গমন করিত সেখানেই তাহারা ধ্বংশ হইত। প্রজা তখন নীলকর, জমিদার, নায়েব, পিয়াদা, পোলিস, মোক্তিয়ার, উকিল, আমলা ইহাদের সকলেরই ভক্ষ্য ছিল। তাহার এ রূপ স্থান ছিল না যে সেখানে গমন করিয়া এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিশ্রাম করে, এ রূপ আত্মীয় ছিল না যে নিস্বার্থ ভাবে তাহাকে কোন সদুপদেশ প্রদান করে। এই রূপ বিষম শঙ্কটের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাহারা ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হয়। তাহারা জাতি, ধর্ম্ম, পদ, স্বার্থ সমুদয় বিস্মৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে নীলকরগণের অত্যাচার হইতে তাহারা নিষ্কৃতি হইবে। তাহারা যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর তাহাদের প্রতি ভগবান সদয় হইয়াছেন, অমনি তাহারা সহস্র মদমত্ত হস্তির বল প্রাপ্ত হইয়াছে, অমনি শত২ লোক তাহাদের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হইল। পূর্ব্বে যে গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে নিষ্পীড়ন করিতেন সেই গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রধান সহায় হইলেন, যে পোলিশ যে মাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে ধরিয়া ফাটকে দিলে মনে ভাবিতেন যে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইল, তাহারা প্রজার প্রধান সহায় হইলেন। পূর্ব্বে যে সমুদয় আইনের দ্বারা তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইত সেই আইনে তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে লাগিল। প্রজারা আপনাদের সত্ব সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত যাই কৃতসংকল্প হইল অমনি তাহারা কৃতকার্য্য হইল, নীলকরগণ দমন হইলেন এবং প্রজাদিগের উন্নতির সোপান সৃষ্টি হইল। অশিক্ষিত প্রজারা যাহা করিয়াছে সুশিক্ষিত লোকের সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নয়। প্রজাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ কষ্টকর ছিল এদেশের জন সাধারণের অবস্থা এখন তত কষ্টকর না থাকিতে পারে। কিন্তু তাহারা যে পোলিস মাজিস্ট্রেট প্রভৃতির অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছেন তাহার কোন ভুল নাই। প্রজারা মনে ভাবিত যে কোন রূপ সুখে কি কোন রূপ সুবিচারে তাহাদের অধিকার নাই, বিধাতা সমুদয় সুখ শান্তি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এখন এ দেশের সুশিক্ষিত মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থা সেকালের প্রজাদিগের ন্যায় অধম নহে। তাহারা কষ্ট প্রাপ্ত হউন, কিন্তু তাহাদের আশা ও ইচ্ছা আছে যে তাহাদের এই দুর্গতি মোচন হয়। এই দুর্গতি মোচনের তাহাদের ক্ষমতা না থাকুক, কিন্তু তাহার অনুভব করিতে পারেন যে তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইতেছে। যে শ্রেণীর মনের ভাব এই রূপ সে শ্রেণী মূক প্রজারা যাহা করিয়াছে তাহা অনায়াসে করিতে পারেন। এই শ্রেণীর লোক যখন রাজচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন তখন আমাদের আশা হইতেছে যে তাহার প্রতি সুবিচার হইবে। আমরা ভরসা করি আমরা নৈরাশ হইব না।

রূপার বাজার।

রূপার বাজার নরম হওয়ায় প্রায় সকল দেশের আয় ব্যয়ের উপর আঘাত লাগিয়াছে। ইংলণ্ডের যে সমুদয় বণিক ভারতবর্ষে ব্যবসায় করেন তাহারা ক্রমে কাজ বন্দ করিতেছেন, এখানে ইংলণ্ড হইতে যে সমুদয় ইংরাজ রাজ কার্য্য নিযুক্ত হইয়া আইসেন তাহারও বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছেন। রূপার বাজার নরম হওয়ায় যে ইংরাজ পূর্ব্বে এখানে ২৪ হাজার টাকা বৎসর উপার্জ্জন করিতেন তিনি যদিও এখন ২৪ হাজার টাকা পাইতেছেন তথাপি বিলাতে রূপার দর যে রূপ কম তাহাতে তাহার প্রকৃত পক্ষে ১৯ কি ২০ হাজার টাকা হস্তগত হইতেছে। গবর্ণমেন্টও এই নিমিত্ত বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। গবর্ণমেন্টের বৎসর বৎসর ১৩ কোটী টাকা ইংলণ্ডের ব্যয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হয়, এই টাকার নিমিত্ত এখন বিস্তর বাটা দিতে হইতেছে। এই নিমিত্ত পার্লিয়েমেন্ট হইতে অনুসন্ধান হয় যে রূপার বাজার প্রকৃত নরম হইয়া পড়িয়াছে কি না এবং এ রূপ নরম বাজারের সত্বর পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব আছে কি না। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। কমিটী কর্ত্তৃক এ বিষয়ের বিস্তর অনুসন্ধান হয়। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া ইহার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ১৮৬০ খৃ অব্দের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ৮। ৯ কোটী টাকার রূপা বৎসর বৎসর উৎপন্ন হইত, কিন্তু এখন ১৪ কোটী টাকার রূপা বৎসর২ উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ৫।৬ কোটী টাকার অধিক রূপা উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ইউনাইটেট ষ্টেটে বৎসর বৎসর ৭ কোটী টাকার রৌপ্য উৎপন্ন হয় এবং সেখানে রূপার খনির যে রূপ ভাব তাহাতে সেখানে প্রতি বৎসর আরো অধিক রৌপ্য উৎপন্ন হইবার সম্ভব।

জর্ম্মেনীতে ৮ কোটী টাকার রৌপ্য মজুত আছে। অনেকে অনুমান করেন সেখানে ২০ কোটী টাকার রৌপ্য মজুত আছ। অষ্ট্রেলিয়াতে পূর্ব্বে ১০ কোটী টাকার রূপা মজুত ছিল। সেখানে রূপার পরিবর্ত্তে ক্রমে স্বর্ণ ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে মজুত রৌপ্যের পরিমাণ ক্রমে কমিতেছে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ৬৬০ লক্ষ টাকার রূপা মজুত ছিল। ইটালিতে ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ১৭কোটি টাকার রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সে আজ কয়েক বৎসর অবধি রৌপ্যের আমদানি আরম্ভ হইয়াছে। এখন এখানে রফতানি অপেক্ষা আমদানি সংখ্যা ৩৩৫০ লক্ষ টাকা বেশী। ইংলণ্ড, রুশিয়া এবং স্পেন প্রভৃতি দেশ বৎসর কোটি কোটি টাকার রৌপ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। জাপান, চীন এবং আশিয়ার অন্যান্য দেশে রূপা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষে বিস্তর রৌপ্য ব্যবহৃত হইত। এখন ইহা কিছু কমিয়া গিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ১০ কোটি টাকা প্রেরিত হইত। এখন ১৫ কোটি টাকা প্রেরিত হয়। গত বৎসরে নানা স্থান হইতে ভারতবর্ষে ১৫৬০ কোটি টাকা প্রেরিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বকার বৎসর এখানে ২৮৯০ লক্ষ টাকা প্রেরিত হয়। এই সমুদয় তালিকা প্রকাশ করিয়া কমিটী সাব্যস্ত করিয়াছেন যে জর্ম্মেনী হইতে কোটি কোটি টাকার রৌপ্য বাজারে আমদানি হইলে রূপার বাজার নরম হইয়া পড়িবে কিন্তু আমেরিকায়ে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হইতেছে, সুতরাং জর্ম্মেনী হইতে যে পরিমাণ রূপা বাজারে আমদানি হইবে আমেরিকায় হয় ত আবার সেই পরিমাণে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হইবে। ফারাশিশ বাজারে বিস্তর রৌপ্য বিক্রয় হওয়ায় রূপার বাজার কতক গরম রাখিয়াছে। গত চারি বৎসরে বাজারে ৭৬ কোটি টাকার রূপা আমদানি হয়। ইহার ৩৩৫০ লক্ষ টাকার রূপা ফ্রান্স গ্রহণ করেন। যদি ফ্রান্স এই পরিমাণে বরাবর রূপা গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে রূ

বাজার মাটি হইবে না এরূপ আশা করা যাইত। কিন্তু ফ্রান্স এত টাকার রূপা বরাবরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সম্ভবতঃ কিছু দিন পরে ফ্রান্স এখন যেরূপ গ্রহণ করিতেছেন তাহা তাহার উদ্গীরণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর বিস্তর রৌপ্য বিক্রয় হইয়া থাকে কিন্তু ভারতবর্ষের বাণিজ্য ব্যবসায় ও শস্যের অবস্থার সঙ্গে ইহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। যদি শস্যের অবস্থা ভাল না হয় এবং বাণিজ্য ব্যবসা ভাল না চলে তাহা হইলে এখানে রৌপ্য তত অধিক বিক্রয় হয় না। আবার গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে হোমচার্য্যের নিমিত্ত ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ করিতেছেন সেই পরিমাণে এখানে রৌপ্য কম হইতেছে। রূপার বাজারের ক্রমে কি রূপ অবস্থা হয় তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে রূপা যেরূপ বেশী উৎপন্ন হইতেছে এবং হোমচার্য্যের নিমিত্ত ইংলণ্ড যেরূপ দিন দিন অধিক অর্থ ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে বাজার যে ক্রমে নরম হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর একটী শঙ্কা করা যাইতে পারে। অনেক দেশে রূপার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহারের প্রস্তাব হইতেছে। যদি প্রকৃত এই রূপ হয় তাহা হইলে রূপার বাজারের সর্ব্বনাশ হইবে।

বিচারপতি ফিয়ার সাহেব গত মঙ্গলবারে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন। নানা সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইণ্ডিয়ান লীগের যত্নে গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতার অধিবাসীগণের একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। সভায় প্রায় ৪।৫ শত লোক উপস্থিত হন, তাহার মধ্যে কলিকাতাস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন। মহীশূর রাজবংশীয় সাহাজাদা রহিমুদ্দীন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রেবারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবদুললতিফ খাঁ বাহাদুর, রায় কানাই লাল দে বাহাদুর, বাবু কুঞ্জ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার সুরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু কালী মোহন দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র, অনরেবল পল সাহেব, অনরেবল মীর মহম্মদ আলি, হাইকোর্টের প্রায় সমস্ত উকীল সভায় উপস্থিত হন। বাবু কালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে দেশে হাইকোর্ট না থাকিলে দেশের অর্দ্ধেক লোক এত দিন কারাগারে যাইত। মফঃস্বলে সাধারণতঃ যেরূপ বিচার হয় তাহা সকলি অবগত আছেন। দেশে দুর্দ্দান্ত মাজিষ্ট্রেটগণের সংখ্যাই অধিক। লোকে হাইকোর্টের দিকে তাকাইয়া আশ্বস্ত হয়। আর হাইকোর্টের লোকের নিকট এই রূপ শ্রদ্ধা ভাজন হওয়ার কারণ ফিয়ার সাহেব। তিনি জাতি পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সুবিচার করিতেন। আর এই নিমিত্ত ইংরাজদের অনেকে তাঁহার উপর চটা। তিনি বাঙ্গালীদের বন্ধু ছিলেন বলিয়া কোন২ ইংরাজ তাঁহাকে ইংলণ্ডের শত্রু বলেন। কিন্তু ইংরাজেরা এটী বুঝেন না যে যে ইংরাজ এ দেশীয়দের প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের অনুরাগ ভাজন হন তিনি ইংরাজ রাজ্য এ দেশে অনেকটা বদ্ধমূল করিয়া যান সুতরাং তিনি ইংরাজ জাতির পরম মিত্র।

মঙ্গলবারের ৫টার সময় উপরোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ফিয়ার সাহেবের ভবনে উপস্থিত হইয়া এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ফিয়ার সাহেব অভিনন্দন পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়া বলেন যে "আমি নানা সভা হইতে এই রূপ অভিনন্দন পত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সে সমুদয় সভার সহিত আমার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। আমি অদ্য যে অভিনন্দন পত্র খানি পাইলাম ইহা সমুদয় বাঙ্গালি জাতি হইতে আসিয়াছে. সুতরাং উহা আমার নিকট বিশেষ আদরণীয়।" ফিয়ার সাহেব যে ভাবে এই কথা গুলি বলেন তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সকলেরই মন দ্রবীভূত হইয়াছিল।

আমরা গুপ্ত প্রেস হইতে প্রকাশিত "একাধিক সহস্র রজনী" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। আরব্যোপন্যাস গ্রন্থ ইউরোপীয় সমুদয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। স্বর্গত পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রথম বাঙ্গলায় উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। কিন্তু ভাষা দোষে তাঁহার পুস্তক সাধারণের আদরণীয় হয় নাই। গুপ্ত প্রেস হইতে যে অনুবাদ খানি প্রকাশ হইয়াছে, উহার মুদ্রাঙ্কন যেরূপ সুচারু ভাষাটীও সেই রূপ সুন্দর হইয়াছে। তবে আরব্যোপান্যাস সম্বন্ধে আমাদের একটী কথা আছে। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থ খানি অনুবাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা বাঙ্গলা ভাষায়ও অনুবাদিত হওয়া উচিত। ইহাই ব্যতীত কোন ভাষায় আরব্যোপোন্যাস অনুবাদিত হওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। আর একটী কথা এই যে যদি কোন পুস্তক ভাষান্তরিত হওয়া উচিত হয় তবে তাহা অনুবাদ হইতে অনুবাদিত না হইয়া মুল হইতে অনুবাদিত হওয়াই কর্ত্তব্য। গুপ্ত ভ্রাতৃগণ যেরূপ উদ্যোগী ও অধ্যবসায়ী তাঁহারা মনে করিলে অনায়াসেই আরবী ভাষাবিৎ মৌলবীগণের সাহায্যে তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ খানি মুল হইতে ভাষান্তর করিতে পারিতেন। যে দেশে ছয় শত বৎসরাধিক আরবীর ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে সে দেশে কোন আরবীর পুস্তক ইংরাজি হইতে অনুবাদিত হওয়া আমাদের পক্ষে তত শ্লাঘার বিষয় নহে। যাহা হউক ইংরাজি ভাষার যে আরব্যোপোন্যাস খানি আছে তাহা লোকে গল্পের জন্য তত পড়ে না যত তাহার ভাষার জন্য পড়ে। ভাষা সম্বন্ধে গুপ্ত ভ্রাতৃগণ প্রচারিত গ্রন্থ খানি বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই রূপ এক খানি সুপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।

অভিমন্য বধ যাত্রার এক খানি হস্ত লিপি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। হস্ত লিপিতে রচয়িতার নাম নাই। ইউরোপীয় সভ্যতা আসিয়া অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে আমাদের যাত্রাও এ দেশ হইতে দূর করিবার উপক্রম করিয়াছে কিন্তু তথাচ আমাদের এই হস্ত লিপি পাঠ করিবার নিমিত্ত কৌতূহল হয়। আমরা একে২ ইহার প্রায় সমুদয় গান গুলি পাঠ করি। আমরা ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। থিয়েটার দ্বারা আমোদের সঙ্গে২ দেশের অনেক উপকার সংসাধিত হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় সংশোধিত ও মার্জ্জিত যাত্রা কর্ত্তৃক এই রূপ বিস্তর উপকার হইতে পারে। দেশে থিয়েটর প্রচলিত হইয়া যদি কোন উপকার করিয়া থাকে তবে উহা কর্ত্তৃক যাত্রার প্রতি লোকের অনাদর হওয়ায় সে উপকারের কতক খর্ব্বতা হইয়াছে। অভিমন্য বধের রচয়িতা যদি যাত্রাকে পুনর্জ্জীবিত করার উদ্দেশে ইহা রচনা করিতেন তাহা হইলেও আমরা তাহাকে প্রশংসা করিতাম। কিন্তু এই গান গুলি এ রূপ রসাল যে ইহার নিমিত্ত রচয়িতাকে আমাদের পৃথক ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। যদি বিশেষ বাধা না থাকে তাহা হইলে আমাদের অনুরোধ যে রচয়িতা এই গ্রন্থ খানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন।

রূপারদর কমিয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গেজেটে একটী রিজোলিউসন প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রিজোলিউসনের মর্ম্ম এই যে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ষ্টেট সেক্রেটরির পূর্ব্বে ২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা ধার করার কথা ছিল, কিন্তু এখন ৪ কোটী টাকা ধার করিতে হইতেছে। বিলাত হইতে আমদানি জিনিষের উপর যে শুল্ক সংগৃহীত হয় তাহা কমিয়া যাওয়ার সম্ভব। এই জন্য আপাততঃ যে সকল খরচ না করিলে চলেন সে খরচ ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল অন্য খরচ করিবেন না। পবলিক ওয়ার্ক সম্বন্ধীয় খরচ কমাইতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল খরচ কমাইবার পক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট যে কয়েকটী নূতন রেলওয়ে নির্ম্মাণের কল্পনা করিতেছিলেন তাহা বুঝি বন্ধ হইয়া যায়। আবার গবর্ণমেণ্টের খরচ কমাইবার দিকে দৃষ্টি পড়িলে সর্ব্বাগ্রে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদের উপরই দৃষ্টি পড়িয়া থাকে।

ট্রিবিলেন সাহেব এবারকার ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্কতা সম্বন্ধে বঙ্গ দেশে প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা বিষয়ে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিবেন। বাবু কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্যও কর্ম্মার্থী ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য বাবু কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া ট্রিবিলেন সাহেবকে নিযুক্ত করা হইল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে বান্ধব সম্পাদক উক্ত পত্রের কলেবর আরও বৃদ্ধি করিতে মানস করিতেছেন। বান্ধব এক খানি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্র, বাঙ্গালার এমন স্থান নাই যেখানে উহার গ্রাহক নাই। তথাপি উহার আকার যে এত দিন ক্ষুদ্র ছিল তৎসম্বন্ধে সম্পাদকের কৃপণতা ভিন্ন আর কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে?

বিদ্যাধ্যাপনের ডাইরেক্টর উড্রো সাহেব গত কল্য দার্জিলিঙ্গে গমন করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ বান্ধবের নিকট যাহা প্রত্যাশা করেন, বান্ধবের বর্ত্তমান আয়তনে তাহা সুসম্পন্ন হয় না। অনেক সুপ্রসি লেখক নিয়মিত রূপে বান্ধবে লিখিতে ইচ্ছা করেন, স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদিগের অনুরোধও পালন করা যায় না। এই সমস্ত হেতুতে এবং বহু সংখ্যক গ্রাহকের উপদেশক্রমে, আমরা এই বৎসরের আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে বান্ধবের কলেবর আর এক ফর্ম্মা বাড়াইয়া রয়েল ৩২ পৃষ্ঠার স্থলে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া দিলাম। বান্ধবের মূল্য এত দিন স্থানীয় গ্রাহকদিগের জন্য বার্ষিক ১৷৷০ এবং বিদেশীয় গ্রাহকদিগের জন্য ডাকমাশুল সমেত ১৸৵০ ছিল। এইক্ষণ হইতে স্থানীয় গ্রাহকদিগের জন্য ২ টাকা বিদেশীয় গ্রাহকদিগের জন্য ২।৵০ অবধারিত হইল। যাহারা ১২৮৩ সনের মুল্য পাঠাইয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক চৈত্র মাসের পূর্ব্বে আর ৷৷০ আনা দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

ঢাকা বান্ধব কার্য্যালয়। শ্রাবণ। ১২৮৩

অনুগত। শ্রীআনচন্দ্র রায়। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সংবাদ।

—দলীপ সিংহের মত সুপুত্র আর নাই। তিনি পিতৃ রাজ্য, পিতৃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এখন মহাসুখে ও মহানন্দে ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। তাঁহার জগৎ বিখ্যাত পিতা জীবিত থাকিতে যে সকল মণি মুক্তা সংগ্রহ করেন এবং যাহা তিনি উত্তরাধিক্রমে প্রাপ্ত হন সে সমুদয় মণি মুক্তা এখন তিনি বিক্রয় করিতেছেন।

—বাবু বি, এস, দত্ত নামক এক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক ইংলণ্ডে সমারসেট উম্যাদ নিবাসে একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একটী ইংরাজ বালিকার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজে হিন্দু নামক এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করেন। তিনি অতিশয় তামাকপ্রিয়। তিনি বলেন যে

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, AUGUST 10, 1876.

Beneras has got an English weekly Paper of its own. It is styled the *Indian Tribune*. The Paper is neatly got up and, judging from the first number, it promises a good future.

—ooo—

A tale of fearful oppression reaches us from Cox- from Chittagong. The victim is a poor Native Christian cook, and the aggressor one of the local authorities. Will our correspondent send us official papers connected with this case ?

—ooo—

As the carpenter so are his tools. Not only Mr. Moseley, the Magistrate of Malda, but his subordinates also are determined to be famous. Even Babu Lolit Mohun, the Deputy Magistrate, has caught the infection. He has sentenced some ryots to six months' imprisonment, simply because they rescued their cattle which were being driven to the pound by Mr. Galway's men. Mr. Galway is a planter of Maliachak Concern. The decision of the Apellate Court will be published when received.

—ooo—

The Hatkhola Mahajans, headed by Babu Janakee Nath Roy, deserve well of the merchants whose boats pass through the Calcutta canals for their efforts to remove one of the standing grievances, The merchants, it is generally known, were subjected to all sorts of gross oppressions, and oftentimes required to pay a kind of black mail to which they were by no means liable by officials connected with the canals. Babu Janakee Nath Roy with the aid of the Hatkhola Mahajans sent up a memorial on the subject to Government, and the official inquiry has resulted in the flight of Mr. Barclay, the canal Inspector. A warrant, we understand, has been issued against the missing Inspector, while his underlings have been so over-awed by the vigorous measure adopted by Government that their palms no longer itch at the sight of a merchant's boat.

—ooo—

Another Fuller case has cropped up in Sylhet. The particulars, for which we are indebted to a correspondent of the *Indian Mirror*, are as follow. It appears that a European tea-planter struck a cooley so severely on the face that it resulted in instantaneous death. The Medical Officer who conducted the *post mortem* examination attributed the death to the blow. The prisoner confessed the guilt but denied all intention of causing death, and the Assistant Commissioner by whom the case was tried found that death was caused, directly or indirectly by the blow or blows inflicted by the prisoner. Notwithstanding the above facts before him, the sapient Assistant sentenced the prisoner to simple imprisonment for seven days, and to a fine of Rs. 150, or in default to a further simple imprisonment for three weeks ! This judicial luminary is no other than Mr. Damant, who is said to have caused the ears of a Native pleader to be pulled by his Chaprasi and for which a suit for damages has been brought against him. We are told that the Assam Government, no doubt, at the instance of the Government of India, has published a circular, in which the conduct of the Assistant Commissioner has been noticed and censured. Will the Assam Government publish it in Government Gazettes for general information ?

—ooo—

Lord Lytton and the High Courts.—It is but natural that the European residents of the country should resent any interference with their rights, fancied or real. As free Britons they know how to bully the powers that be, and as a ruling race, they enjoy a vast deal of influence. All these advantages have always been brought to bear upon any Government measure that was thought obnoxious or inconvenient to them. They have never parted with a privilege without making a great deal of noise and without a hard struggle. They thought [illegible] they had the right of assaulting natives without being sent to prison for it. They had very good grounds for coming to that conclusion. It is true there is no enactment to that effect, but custom is above law. For one hundred year the custom prevailed in the country to let off Europeans with a fine when they assaulted the inhabitants of the land. This custom was violated in the case of Meares and no wonder that there should be a tremendous row all over Ango-India. They also fancied that they had the right of killing natives at a cost of few pieces of silver. They had also good grounds here to come to that conclusion. So long as they had the pleas of "chance" "provocation" "temporary insanity" and an "enlarged spleen" at their command—pleas which have been serving them for upwards of a century—the blood of the natives of the country cost them only few ounces of silver. Lord Lytton now announces that those pleas may not serve them henceforth and the Anglo-Indians feel aggrieved that his Lordship has encroached upon their rights, the rights they so long enjoyed of killing natives without being held accountable for the murder.

But they feel that notwithstanding their great influence, the Govern[illegible] is yet too strong for them. They feel, that [illegible]ir interests are indentical with those of Governme[illegible] and to weaken Government by their effort[illegible] weaken themselves and strengthen the natives. It is therefore their policy, in all their political agitations, to take the natives along with them or at least to speak in their name. So when the Government announces to give higher employments to the natives, the Europeans warn Government to forbear on the ground that the natives themselves do not want such a change and prefer Europeans to native *hakims*. In their attempts to enlist the sympathies of the natives they are certainly not always successful but they sometimes are. To take a recent instance, the elective system of municipality in the metropolis of the Empire was opposed on the ground that the Government was reserving to itself absolute power, while their real objection was against the system, which, they feared, would transfer the control of the municipality into the hands of the Hindoos. The beauty is, some of the natives were actually persuaded by these representations to join them. The Indians were completely befooled at the time of the income tax agitation. The tax which pressed heavily upon the Anglo-Indians was removed with the aid of the natives upon whom the tax did not press at all. In the case of Meares, sent to prison by the distinguished Magistrate of Jessore, Mr. Smith, an atttempt was made to persuade the natives to make a monster demonstration against Government. That attempt failed however.

Now an attempt is being made to rouse the natives to protect the independence of the High Court which is said to be in danger. However European residents in this country may frown or fret, the decision of Lord Lytton in the case of Fuller is founded upon such broad principles—humanity and justice—that none, who has a character to lose, dare condemn it openly. Low Europeans may say whatever they please, but men in position have a regard for their character, so they can only make an indirect attack against the dictum laid down by his Lordship. The natives of India have a fond attachment to the High Courts of the country and are very jealous of those who make any encroachment upon their independance. To say that the High Courts are in danger is to rouse the natives of the country to the highest pitch of excitement. So appeals are being repeatedly made to the jealousy with which the natives guard the independance of these institutions. Appeals are also being made to the self-respect of the Judges of these Courts, and the rumor is, that these appeals have proved so far successful as to have moved the Judges to resent the interference.

Now it is clear that the High Courts deserve our sympathy so long they do their duty, that is, protect the people from the high-handedness of the Executive. The students of British India History are aware that the Executive at one time protected the people from the high-handedness of the Supreme Court. We fancy every one will admit that the Executive only did right when it prevented the Supreme Court from breaking open the doors of respectable person's house by the aid of a soldiery. Why then blame the Supreme Government if it comes to protect the people by censuring the negligence of the controlling Courts ? If the Government had taken upon itself to censure the Highest Courts for interfering with the lawless actions of its subordidates that would have been a quite different thing. But we see the tables are turned. We see the Executive Government censuring the High Courts for not rendering adequate protection to the people. We are grateful to the Government for this generosity, for its action is not only disinterested but positively injurious to its own interests. So far from interfering with the independence of the High Courts, the supreme Government has censured the Courts for not being sufficiently independent. Heaven alone knows how deeply Lord Lytton has obliged the people of this country.

—ooo—

Mr. Justice Phear.—Mr. Phear left Calcutta for England on Tuesday night. We, natives of this country, have but few friends among Anglo-Indians, and their number ever shows a tendency to fall off. There are Anglo-Indians who avowedly enact in daily life, both private and public, the ferocious proportion announced of old, the European is to the Native as the hammer is to the anvil. There are Anglo-Indians who maintain a tone of perfect stoicism towards our interests, and, indeed, forget themselves to marble, when these are obviously jeopardised. Contrasted with Anglo-Indians who do us harm, and Anglo-Indians who do us no good, stand other two classes of Anglo-Indians. There are Anglo-Indians who are unmistakably interested in the welfare of the people, and are ever active in well-devised and well-sustained efforts to promote it, but who for all that, only play the role of patrons, abounding in good wishes and good deeds towards their clients. There are Anglo-Indians whose benevolence and beneficence are things universally known and appreciated, who would be, and are, not patrons, but friends, ready to offer the hand of fellowship to the Natives of this country, as essentially on a level with themselves. Of such Anglo-Indians, the number is confoundedly small and Mr. Phear was such a one. Mr. Phear has thus left a sensible gap behind, which it may not be easy to fill up. To tone a sense of antagonism to a sense of indifference, is quite an exercise. To rise from a sense of indifference to a sense of positive interest, albeit the interest be that of a patron in his client is a more difficult exercise. To commute the position of a patron to that of a friend, is the most difficult exercise of all. Mr. Phear was, pre-eminently, a friend of the Natives of the country, and his friendliness was universally appreciated. The grateful demonstrations, private and public, on the eve of his retirement, speak the sense of the nation, in relation to his good offices, Of course, such friendliness towards Natives would be, and has been, anathematised as a huge heresy by those Anglo-Indians whose creed is reflected in the notorious proportion we have enunciated above. But Mr. Phear's friendliness has survived the anathemas of those the logic of whose heart has so vitiated the logic of the head, as to have driven them on to the eggregious assumption that it involved hostility towards Englishmen. We are persuaded that there could not be a greater mistake than that of construing the Native's friend into Englan'ds enemy. This construction betrays a most hopeless superficiality and short-sightedness, such as could be hugged only by an unconscious enemy of England. A deeper insight into the incidents of the relation which subsists between England and India, could not but make it redundantly evident, that to befriend India is to befriend England, and that to offend India is to offend England. The consummation which every true friend of England should pray for and work for, undoubtedly, is the winning of our hearts, as the one solitary means of radically strengthening the position of England in India. Disarm India of every vestige of repugnance towards England and England shall not have everlastingly to retain by the sword what she has acquired by the sword. One heart won is a greater gain by far than a hundred bondsmen blessing to order with the lips, but cursing, in very bitterness, in their heart of hearts.

In estimating Mr. Phear's friendliness towards the Natives of this country, we would concentrate our view on his contributions towards the realisation of, to us, an invaluable boon. If British institutions have one thing to commend them, more than another, it is the separation between political and judicial functions for which they provide. This separation cannot be over-rated in its importance. Political officers are not really disposed to act under the influence of political considerations. Both political principles and political feelings work upon them with a constancy calculated to impart to these motive powers all the incidents of a second nature. And the issue of the operation of such political forces, that our political officers are often found meting out, it may be unconsciously, what we should call political justice. Now political justice is, by no means, convertible with moral or even legal justice, and, indeed, is in most cases an euphemism for injustice of the most flagrant type. Nor does the evil rest here. The thoughts, the words, the deeds of political officers have a deleterious influence on the entire atmosphere of the country. The atmosphere gets impregnated with their political principles and political feelings, and the result is that unwary administrators of moral and legal justice catch the contagion, and perhaps without being aware of it, allow the type of justice of which they are the sworn guardians, to be compromised by political admixtures. It will be seen, therefore, that political and judicial functions should be separated, not only in the letter, but also in the spirit. We look to the High Courts in the country for guarding this wholesome separation against being nullified either in principle or in effect. On the independence of the High Courts, both literal and spiritual, rests the safety of the country from the demonstrations of political justice by political officers themselves, or by politically inspired administrators of moral or legal justice. Of course such independence must be unpalatable to all political actors, and they are likely to move heaven and earth to thwart it. They would do their best to see political justice triumph, either by insidiously infusing political influences into the strongholds of legal justice ; or, if it is interfered with, by moving the legislature to legalise the political encroachment ; or, if such interferences threaten to multiply, by seeking to retrench, as much as possible, the right to interfere. Despite these efforts, judicial independence must be preserved in its integrity, and the preservation of it rests with the High Court. Mr. Justice Phear has been singular in his contributions towards the independence of the High Court as a felt and dreaded reality. He would not allow any political principles or political feelings to influence him, nor would he allow them to influence, undetected and unprotested, any one under his control entrusted with the administration of justice. Many a victim of political justice did he rescue after the event, many more, by the anticipated horror of his independence. Our best wishes follow this true friend of the Natives of the country.

—ooo—

Too Late.—If without venting their anger upon the new Municipal Act, our contemporaries of the *Englishman* and the *Indian Daily News* had timely urged their countrymen to come forward in the new municipal elections, that would have been more to the purpose. It is too late now. The "Bengali Hindus" have won the day, not because

that the Act was bad but that the hare was sleeping. There was nothing in the Act to prevent the Europeans to come forward and enter the new Corporation. But the Europeans would not enter and now it is not fair to condemn the Act. Our contemporaries do not blame the indolent Europeans, but throw all blame upon the Act. They say that the majority of voters were Hindoos and they would not elect Europeans for their commissioners even if they had come forward. Now this is a misrepresentation and we shall prove that it is so.

At the instance of the Indian League the Government made an inquiry as to the number of Europeans who had a chance of being elected. Sir Stuart Hogg wrote in reply that at least fourteen Europeans had such a chance. Now in this matter, the opinion of Sir Stuart Hogg, who had the list of voters with him is decisive. Neither can we call Sir Stuart Hogg an interested party—interested in exaggerating the number. He was always anxious to have Europeans in the Corporation, and is now extremely disappointed to find that the Europeans have not come forward. So he was not the man to exaggerate the number of European voters. He never lost sight of the fact that it would be very inconvenient for the European residents of the Town, if the Chairman was deprived of the support of the majority, and the control of the Corporation transferred to the "Bengali Hindoos." He was convinced also that it would be very inconvenient for the Chairman to deal with a constant majority. So if he was interested, he was interested to under-estimate the number of Europeans that had a chance of being elected. We fancy he made this calculation in his mind. The total number of Commissioners was to be 74 inclusive of the Chairman and his Vice. Of these 14 were to be Europeans, 24 to be nominated by Government and thus the total number of Commissioners upon whom he could calculate was 38 *plus* himself and his Vice, that is altogether 40. The "Bengali Hindoos" would be consequently reduced to the number of 34 and thus he would have a constant majority of six to carry him through.

But it is very ungrateful to say that the native voters would not vote for Europeans. Members of the Indian League appointed for the purpose urged upon competent Europeans to stand and undertook to have them elected. Shall we name names? Mr. James Wilson was asked, so was Mr. Roberts, so were Messrs. Bullen Smith, Sutherland, Murray, Wyman and others, who were known to take interest in municipal matters. But what was the reply? They all firmly declined. No amount of solicitation could move them to come forward. What they thought of the matter we do not know; but they were evidently in ill-humour with the Act and Sir Stuart Hogg. They expected to see the scheme fail and enjoy the triumph, but the result was they were left out and the "Bengali Hindoos" won the day. Is it fair then to tax the Act because respectable Europeans are not now found in the list of Commissioners, or is it fair to charge the Hindoo voters with race feeling when they themselves first offered the chance to the Europeans? The members of the British Indian Association also at first refused to do anything with the election. But they resided in the native quarter, and were perfectly aware of the excitement that the city was under, and they took time by the forelock. But John Bull only heard vague rumours that none was coming forward and was quite at ease all the while when the Hindoos were laboring under a delirirous excitement. And John Bull now finds that the control of the city has slipped away from his hands. It is too late to repent.

Then there is another objection to be disposed of. The *Englishman* misses the well-known names in the list who so long took so great interest in municipal matters. This is not quite correct however, for we see the well-known names of Babus Krishto Das Pal and Rajendra Lal Mittra than whom there are no more fitting men in the Town. As for the Europeans, we have already explained why their names don't appear in the list, and it is not due to the defect of the Act or the fault of the voters. But after all what is meant by well-known names? After half a dozen of months the new Commissioners will be as well known, as those who have been supplanted by them. Then there is another consideration. It is not fair that the same individuals should always monopolise the front benches. Others ought to have a chance.

——ooo——

THE FINANCIAL DILEMMA.—Alarming news comes from Simla. The finance of the Government of India is in a critical position. The following telegraphic summary of the Financial Resolution of the Viceroy in Council is published in the *India Gazette*:—

It is announced that, subsequently to the publication of the Budget estimates, the Secretary of State found it convenient to increase the amount to be borrowed in England to £4,000,000, instead of £2,640,000, as originally arranged for.

The sum to be supplied to the Home Treasury during the year is thus reduced to £12,300,000, of which £3,344,134 have been obtained to date.

It is found to be impossible to form an approximate estimate of the cost, in rupees, of supplying the sum still remaining to be raised by Council Bills on India, but the Government of India expects the entire loss by exchange to be largely in excess of the estimate.

The prospects of the Customs revenue are unfavourable, owing to the adverse rate of exchange.

In consequence of an unprecedentedly large opium crop in Bengal, the expenditure under Opium is expected to exceed the estimate by fifty lakhs.

The charge for interest is also increased, in consequence of the increased amount borrowed.

The financial prospects are giving cause for grave anxiety.

All local Governments and heads of departments have been instructed to stop all outlay of public money, which is not absolutely necessary, or to which the Government is not committed, or the discontinuance of which would not cause a disproportionate loss.

The expenditure on account of extraordinary public works will be largely reduced.

No applications, except for purposes which allow of no postponement, should be made for granting loans to Municipal, and other Corporations, or to native States, or private persons.

No new expenditure not indispensable will be sanctioned.

The earnest co-opration of the local Governments and heads of departments is invited in reducing, by every possible means, the threatened deficit.

The resolution concludes by stating that the present financial disorder is exclusively due to the recent rapid fall in the value of silver in relation to gold.

It will be seen that the new crisis is attributed with great confidence to the continuous depreciation of silver, and in order to avert the ruinous loss by Exchange, an additional loan has been opened in England. This arrangement though advantageous at the present state of affairs may prove a source of trouble hereafter. An additional loan in England means an increased expenditure of one of the permanent items of Home charges, we mean the interest charge. Already we pay on this account a large sum of money, and the new loan will add a considerable amount to it. Thus for a temporary gain of one or two years, our financiers have thought it proper to make the already large drawings of the Secretary of State larger still. But on the other hand, the loss to India at the present rate of exchange is almost ruinous, and this can alone be avoided by borrowing money at a low interest in England. There are other advantages in contracting loans in England to meet the Home charges, but we need not here enter into a discussion about them. Time will ere long show as to the wisdom of this arrangement. Those who advocate the idea that experimental loans to the full extent of the Home charges might eventually furnish a way of escape from the whole of the present difficulty will however naturally feel vexed at the divided counsels which, by meeting part of the Home charges from unexpected English loans, and by meeting the remainder by Indian drafts confuse the Financial Department in India. The statement that the expenditure on opium has been increased on account of an unprecedently large out-turn in Bengal is rather more alarming than would at first sight appear to a superficial observer. There is a line beyond which the production of opium ought not to be pressed, since beyond that line, increase in production tends rather to lower the value of opium in the market; and that would indeed be a sad fatality, which in our present circumstances, throw upon us a heavier charge for manufacture with the sure result of lowering the value of our net out-turn. But the most alarming feature of the Resolution is the statement that no new expenditure, not indispensable, will be sanctioned. The earnest co-operation of the local Governments and heads of departments is also invited in reducing by every possible means the threatened deficit. Thus ere long we shall hear Government urging the old plea of no money in all matters affecting the welfare of the country. Our education expenses will be curtailed, aids from charitable dispensaries will be withdrawn, pay and number of the ill-paid Amlas reduced, and all these will be done simply because there has been a fall in the value of the rupee! Our interests are thus sacrificed for a cause with which we have not the remotest connection.

India is a poor country, and its poverty is due wholly to the way in which it is governed by its enlightened rulers. India would have remained quite unaffected, even if silver had gone ten times lower than it has, if she had received bare justice in the hands of England. India is a milch cow of England and the latter milks her to the last drop. The Europeans, both official and non-official, come into this country with the object of making money, and as soon as their object is fulfiled, they retire with large fortunes and spend their earning in England. Those who remain here send large sums of money to support their families and relatives at home, and what sum they spend here is mostly spent upon articles imported from Europe. The most oppressive and exacting Mahomedan Emperors resided in the country, and if they impoverished one province they enriched another. England, on the other hand, is impoverishing India, and enriching such countries as Ameriea, Turkey and Egypt. The stream of wealth which has flowed into England has no doubt enriched her own people, but it has been also shared by the Americans, Turks and Egyptians and the whole of Europe at the cost of India. It is India's wealth which has made the English a nation of money-lenders, and as such they are subject to all the risks of Mahajunship. What they lent to America was but partially returned to them, while they have small hopes of recovering the large amount of debt which Turkey or Egypt owes to her. Thus a large portion of what she takes away from India is spent not for her own benefit but that of other countries, and in this way she has lost a great deal of the wealth she had unrighteously snatched away from this country. So India which is England's own is impoverished for the benefit of foreigners also and oftentimes England's natural enemies.

The most scandalous way in which the wealth of India is annually drained by England is by clapping on her shoulders the Home charges. These charges are the occasion of a permanent injustice to the people. Every out-lay of the Home Government that could be connected with the name of India is cast upon her. The salaries of the Secretary of State, Under-Secretaries of State, Members of the Council of India, Secretaries and Officers of State for India in Council, &c. &c., exceed 13 lakhs a year. It is a matter of question whether we get anything in return for this large sum. The stamps and stationary alone cost about 20 lakhs. The amount payable under postal arrangements with the Lords of Her Majesty's Treasury is more than 13 lakhs. The subsidy on account of the mail service between Bussora and Bagdad amounts to Rs. 48,000. We see no reason why this charge should be entailed upon Indian Revenue. India derives no benefit from it, it is purely an imperial service, and the Imperial Government ought to bear this charge. The Indo-European Telegraph swallows up about 3 lakhs. This Telegraph is a permanent loss, and one might wonder why its expenses are not equally shared in by the Indian and the English Governments. Under the head of political Agencies and other foreign services we find the following items; Mission to the Court of Persia £16,545; Her Majesty's Establishments in China £44,962; Agents at out-ports and abroad—salaries and expenses £1,098. The total of these charges is upwards of six lakhs of rupees. Now what is Her Majesty's Embassy to Persia to India and why should the latter pay for Her Majesty's establishments in China? The political Agencies are maintained for the benefit of England alone and India has nothing to do with them. But the most iniquitous and unjust exactions of the Home Government are the Army estimates. The total of Military charges exceeds 3 croes and half. We pay about 5 lakhs for the passage of Officers and Troops. The Furlough Allowances exceed 46 lakhs, while the payments to the Imperial Government for Troops serving in India amount to more than 60 lakhs. A Lunatic Asylum and a Civil Engineering College have been built at our cost in England, and we have to pay annually a lakh of rupees for the maintenance of lunatics in England. No English Minister would dare to make exactions of this order upon the feeblest of her colonies, and it is cowardly to make them upon India on the ground what she is powerless to resist them.

But it is the highly-paid European Agency with which the India Government conducts its business that tells heavily upon our Revenue, and threatens Government with occasional bankruptcy. As long as it cannot do with its European servants, so long the Government must be prepared for the return of the spectre of a deficit The total expenditure on account of salaries of the whole of the Civil and Military services in India is said to amount to about £12,000,000 per annum, exclusive of the rank and file of the European army. The purpose of Government taxation and revenue is in fact the defraying its collection expenses. The amount of revenue consumed by those who are directly or indirectly intended to secure its safe collection is really enormous. Just look to the vast world of Revenue Boards, Revenue Commissioners, Revenue Collectors, Revenue Secretaries, Revenue Ministers and so forth. This will almost convince you that the means well nigh neutralizes the end. The Zemindars pay 2 per cent. to their agents for the collection of their rent, while Government which ought to be more economical than private individuals, with all its omnipotent powers, its sun-set laws, and act Xs, lavish away 11 per cent. And this is simply because its revenue is collected by a more than necessary number of highly-paid European officers. The principal reason why our Judicial establishments are so expensive, and why so many complaints for miscarriage of justice are made is that European agency mostly guides all our Courts of justice—fiscal, civil and criminal. The Europeans are but imperfectly acquainted with the customs and the habits of the people and their style of doing things is generally expensive. If the natives of the land were not deprived of their inherent rights, natives who according to the opinion of even not over-friendly Anglo-Indians, are throughly fitted to administer justice, we make no doubt that the administration of justice would at least be self-supporting. The surest and the easiest way of escaping from the monetary difficulty which stares the British Indian Government on the face, is to employ more largely the native agency in all the departments of Government. As long as our rulers do not adopt this course of action, they shall never get rid of that dearth of money which is a constant source of dread to our Government, and discontent to the people.

SCRAPS AND COMMENTS.

The *Indu Prokash* publishes the following instances of failure of justice which shew how European offenders though charged with murder were let off scot-free or with small fines :—

"Some years ago a European named White was tried before the Supreme Court of Bombay, where I was employed for nineteen years as Translator and Interpreter. He was accused of shooting two Natives near Sholapore. The crime was proved against him by direct and circumsstantial evidence, which his advocate failed to shake or disprove. The presiding judge explained to the jury that besides the strong testimony of the witnesses for the prosecution there was the confession of the prisoner, which was cogent proof against him. The learned judge's charge was disregarded, and the prisoner was acquitted by a jury composed exclusively of Europeans.

About two years ago three European soldiers proceeded to a village in the district of Ahmedabad on a shooting excursion. The head village officer and other villagers attempted to prevent them from killing peacocks. A scuffle took place, in the course of which three Natives were wounded, and received severe injuries at the hands of the European soldiers. The magistrate of Ahmedabad held that the natives had no right to assault the soldiers even in self-defence. He therefore punished them with imprisonment. He committed the soldiers for assault before the High Court, where they were acquitted by a European jury and discharged. Thus innocent men suffered imprisonment, and guilty persons escaped punishment because they were Europeans.

In June, 1871, three soldiers were tried, one on a charge of having murdered a native shepherd at Kurrachee, whose lambs were carried off by them, and who pursued them, and two were tried for abetment of the offence. The evidence of the prosecution was strong. A case for conviction was made out ; but the jury acquitted all the prisoners, although the counsel for the accused admitted that the prisoners were guilty "of the lesser offence of doing act recklessly and negligently, which was likely to cause, and did cause death to one of Her Majesty's subjects."

In order to give you an idea of the inhumanity with which Natives are treated by many Europeans, I will give you two illustrations selected from a large number of cases which, frequently occur in India. A few years ago an influential European gentleman, Mr. Bullock, was tried before the Supreme Court of Bombay for shooting his native butler, whom he suspected of having stolen some bottles of brandy. The prisoner attempted to extort a confession from that poor man who, though threatened with a dangerous firearm, persisted in his innocence. Mr. Bullock was so much exasperated by his failure in the attempt, that he fired at his butler, who was wounded, and died shortly afterwards. When the victim became insensible in consequence of the mortal injury he had received, Mr. Bullock declared that the man was shamming. The prisoner was convicted of the minor offence of assault, for which he was sentenced to a fine of 300 rupees, and four months' simple imprisonment. The fine of £30 inflicted by the judge on the European murderer, and awarded to the widow of his unfortunate victim, was but a poor compensation for the irreparable loss sustained by all the members of his family, who were deprived of their sole protector. In another case a European, who was tried for shooting a Native whilst he was engaged in extracting toddy juice from a palm tree, pleaded the excuse that he thought the fellow was a monkey.

In the Presidencies of Bengal and Madras the same evil exists in all its enormity, and has been brought to the notice of the highest authorities. Several years ago Mr. Ritchie, late Advocate-General of Bengal, submitted a report to Government regarding six cases in which Europeans charged with offences against Natives were tried at Calcutta during two consecutive Sessions. In this document he says in five of these cases there was "a grievous failure of justice, in consequence of the partiality and perversity of the jury," and declares "the result is calculated to render life among the lower classes of the people in India insecure and to engender feelings of suspicion between the races."

The Indigo Commission Report discloses even more terrible cases than the above.

For the first time a Parsi gentleman has passed the Indian Civil Service Examination most creditably—we mean Mr. C. Rustomji who stands second in the list of successful candidates. He is posted to the N. W. Provinces.

Colonel Wyndham, now Brigadier General Wyndham, in the service of His Majesty the King of Burmah, is now on his way to Ceylon on some secret mission for his master. The Colonel passed through Madras. He states that the King of Burmah instead of being hated by his subjects, is spoken of with respect and admiration by them ; that foreigners, especially Englishmen, instead of being insulted in His Majesty's Court, are treated with every respect ; and that instead of being a weak-minded monarch, he is very intelligent and shrewd. How His Majesty has been misrepresented by some Anglo-Indian Journals.

As considerable misapprehension exists respecting the area of the Centennial Exhibition buildings at Philadelphia, and as most persons are fond of comparing similar structures, a statement of the relative space occupied by each may interest the public. The area of the main exhibition building at Philadelphia, exclusive of annexes, is 21½ acres ; of the Sydenham Crystal Palace, 14 acres ; the Paris Universal Exhibition building occupied 11 acres ; the New York Pavilion, 4 acres ; the Dublin one, 6½ acres ; and the Hyde Park Crystal Palace of 1851, 17½ acres. The five principal exhibition buildings at Philadelphia extend over 48 acres, and the fenced in part for exhibition purposes comprises 236 acres of Fairmount Park, the most beautiful I ever set eyes on, containing about 3,000 acres. The Americans do everything on a grand scale, and the outlay for the great national enterprise of 1876 represents about £1,70 ,000.

The *Delhi Gazette* states that all the wonders of the world are collected at Philadelphia. Daniel Lambert is being rapidly eclipsed by a youthful piece of adipose humanity who hails from Illinois. David Navarre is fourteen years of age, stands six feet seven in his stocking soles, measures three feet and fourteen inches across his shoulders and six feet and seven inches round his hips, which is a very good girth for a ho[illegible]thful monster weighs 475 pounds, and one journalist remarks of him :—"We are not enlightened how many candles he would make, or whether it is the intention of the parents who exhibit him during life to melt him down after death."

Professor Whitney, the learned American Sanskritist, is reported to have nearly completed a treatise on Aryan affinities, a work likely to create a sensation among Oriental scholars. It is said he intends to visit India soon and take up his abode here for several years, to enable him to continue his researches.

The London correspondent of a contemporary tells us, that there has been some sparring already in the House of Lords between Lord Northbrook and Lord Salisbury. "In the first of these encounters, Lord Northbrook complained bitterly (and with apparently a good deal of personal feeling) of the manner in which the Slave Bill had been pressed upon parliament by Lord Salisbury without its having been first submitted to the Indian Government for their opinion. Lord Salisbury, I confess appeared to be worsted in this opening passage at arms between himself and your late Viceroy, but on Tuesday night he returned to the charge and declared amid loud Conservative cheers that the Bill about which Lord Northbrook complained so bitterly, because it had not been submitted to the Indian Government, had in reality emanated from Lord Northbrook himself ! This of course was a "palpable hit," and if Lord Salisbury can (as he said on Tuesday he could do) produce official papers which would prove the correctness of his assertion in regard to Lord Northbrook's original connection with the Bill, there can be no doubt that the noble Marquis will have drawn "first blood" in his Parliamentary encounters with your late Viceroy."

The Khelat Mission conducted by Major Sandeman has, apparently, concluded its labours for the present, but whether successfully remains to be seen. We have some details this week of the measures taken to pacify the wild tribes on the Sind frontier. A durbar was held at Mustang, a little to the west of the Bolan Pass, at an elevation of about 5,500 feet, on the 23rd July, at which the Khan of Khelat and several chiefs were present. The object of the durbar was to sign a treaty for the purpose of keeping open the Bolan Pass to all traders. The Khan was with difficulty induced to attend the durbar on account of the hostile bearing of his sirdars, but the presence of British troops has served to overcome his scruples. All the sirdars had some complaint to make of the treatment of the Khan, and seemed to have little faith in the Khan's promises, and unless British troops remain to enforce order the carrying out of any plans Major Sandeman may have matured seems very problematical. The treaty, however, has been signed and arrangements made for keeping open the Bolan Pass, and this is what Major Sandeman has effected. According to latest advices one half of Major Sandeman's force had gone off with him and the Khan to Khelt, and the rest of the troops would follow in a few days. Khelat is distant from Mustang about 60 miles, and stands at an elevation of 6,700 above sea level.

Vanity Fair says :—Sir Salar Jung is the bearer of a formal petition on behalf of H. H. the Nizam of Hyderabad for the restoration to that State of the Berars. We have reason to believe, however, that, acting upon a hint thrown out to that effect, this request has not been formally submitted to her Majesty's Government, who have thus been relieved from the necessity of refusing it.

The *Home News* has the following on the Servian war :—

"If the telegrams from the seat of war were as clear and trustworthy as they are copious, there would be no difficulty in forming a precise idea of the relative position of the two parties in the conflict. For the last four days, the newspapers have been full of rumours of battles fought at different spots along the Servian frontier, in which the Turks and Servians alternately are represented as successful. Sometimes these accounts have been identical as to the number of killed, wounded, and guns captured, the only discrepancy being that in one narrative it is the Servians, and in other the Turks, who have been declared victors, according as the accounts come from Belgrade or Constantinople. It is therefore necessary to distrust all detailed versions of engagements fought. There seems, however, to be no doubt that the aggressive operations of Servia have not so far been successful. In four places—along the Servian frontier—in the north-east, near Belina ; lower down, where a narrow strip of land separates Montenegro from Servia ; on the south, at Nissa ; and on the north-east, near Widdin, was the attempt, made to penetrate into Turkish territory, and at each the attempt if it has not failed, has not yet been successful. Nissa, the most important of all, since it commands the valley of the river Morasa, along which is the direct route to Belgrade, remains in the hands of the Turks, and, according to the latest accounts, the Turkish garrison at Nissa is being reinforced by a detachment from Widdin. It is in the neighbourhood here that General Tchernayeff, the conqueror of Tashkend, is supposed to be, but he has yet done nothing worthy of his reputation.

The writer of "Babylonian Bubbles" in the *Civil and Military Gazette* says :—

Yankee ingenuity is amazing. Here are some instance culled from a file of recent American papers. One man obtained a patent for a combined plough and cannon. The beam of the plough was made of iron, and bored out so as to form a cannon. Whenever the farmer, while at work in the field, saw savages or tramps approaching, he was to unhitch his team, so as to get them from before the muzzle, apply his match, and say his prayers, for the farmer was a good deal more likely to be killed by the recoil than the savage by the shot. In case the cannon went off while in use as a plough, it was unfortunate for both the team and the farmer. A patent was granted to another person for tying a brick to a cow's tail, so as to prevent her switching her tail in his eyes while milking. Another received a patent for placing a house on rollers, so that in case of an earthquake the house would not be shaken to pieces. Still another received a patent for a combinded trunk and house. The trunk is made with triple walls, so that by taking the articles out of the trunk, and extending the two extra walls, a house is formed.

The *Bombay Guardian* moralises on the rate of exchange :—

The fall in the value of the rupee, touches men in the most vital point. An income-tax of 6d. in the pound met with the most vehement protestations ; that was considered the utmost limit that British patience could attain to ; such a tax as three pence in the shilling exceeded the wildest flight of imagination. To obtain rupees, how many thousands have become exiles from country and home, and spent the best of their life in India ; and now, having got what they have so painfully sought, lo ! they see the rupees vanishing by degrees into thin air. Yet, after all, does there not come to every man a time when the rate of exchange is cent. per cent. devouring the whole rupee ? This is the rate of exchange when a person is called to remove from India to the country that lies on the other side of the grave. It will be well to remember this, when we see a rupee. To-morrow it may have shrunk to an airy nothing. What is noteworthy, however, is that if we choose to send it before us to the better land, the rate of exchange is not heavy at all ; in fact, the exchange is in our favour. Would it not be the part of wisdom from those who are alarmed at the falling rates of exchange, to avail themselves of the way of escape thus pointed out, and lay up treasure in heaven ? But all men have not faith ; so for their comfort we may mention that there has been this week a rise in the value of the rupee.

His Excellency Sir Salar Jung, attended by the Nizam Yar Jung Bahadoor, Tawar Ali Bahadoor, and Syud Ali Bahadoor, arrived at Windsor Castle on June 30. Captain Clerk and Mr. G. S. V. Fitzgerald (Political A. D. C. to the Secretary of State for India) were also in attendance on His Excellency. The Secretary of State for India and the Marchioness of Salisbury, and the Right Hon. Sir Bartle Frere, G. C. S. I., also arrived at the Castle. Sir Salar Jung was presented to the Queen by the Marquis of Salisbury, and the Court Newsman adds that "he offered his Mugger (*sic*) as a token of allegiance," which Her Majesty touched and returned. Her Majesty's dinner party included their Royal Highness Princess Beatrice and Prince Leopold, Sir Salar Jung, the Nizam Yar Jung Bahadoor, the Marquis and Marchioness of Salibury, Sir Bartle Frere, the Countess of Caledon (Lady in Waiting), the Dowager Marchioness of Ely, Captain Clerk, and Major-General H. F. Ponsonby. Sir Salar Jung, the Nizam Yar Jung Bahadoor, and attendants left the Castle next morning for London. All the London papers, it will be observed, gravely printed the Court Newsman's statement, that Sir Salar Jung presented his Alligator to Her Majesty. The word *Mugger* has only that meaning as a noun. The word of course should have been *Nuzzur*.

The *Moniteur Industriel Belge* states that a locomotive without furnace has commenced running in Paris on one of the tramways. It has a reservoir of superheated water, which furnishes a constant supply of steam for moving the vehicle. On another line of tramway an ordinary steam locomotive is at work. It is like a small omnibus in shape and size, containing a boiler. The furnance is out of sight, and fed with coke and charcoal. The draught of the furnace is kept up by a supply of compressed air.

Says the *Delhi Gazette* :—There was an interesting display of respect to the majesty of the law, and appreciation of the dignity of a Court, in Agra the other day. One of our splenetic fellow-subjects was sentenced to transportation for life. He calmly removed one of his shoes, and "sent it flying" at the Judge, who as calmly "lobbed" it, and placed it on his desk. Prisoner's counsel was heard to murmur that it was an innocent custom, much in vogue among Natives on important occasions, to propitiate the goddess Luck ; the Judge, bystanders report, simply remarked : Thank Lord—*which* Lord was meant, is doubtful. The police behaved remarkably well under the trying circumstances ; they did not strike the poor man.

The Marquis of Salisbury is strongly in favor of a scheme for the establishment of a special college for the training of the candidates for the Indian Civil Service. This will be nothing more than reverting to the old Haileybury system.

The *Englishman* "hears that there is every probability of two districts in the Lower Provinces, one of which is said to be Hughly, being, at no distant date, officered entirely by Natives, not members of the Covenanted Civil Service." We hope the report is true.

Sir Salar Jung has already left England for India. His excellency comes *via* Germany and Italy. Before his departure, His Excellency entertained at 149, Piccadily, the Prince and Princess of Wales, the Marquis of Salisbury, and about 400 of the nobility and gentry of London. It is expected that Sir Salar will pay another visit to England next spring, accompained by the young Nizam.

The Editor of the *Purusharthapraini*, an Anglo-Telign journal asks :—

"It is a general belief that, in the days of yore, happiness and longevity were the blessings enjoyed by our People as large though they were strangers to the innovations of the Western civilized life. But now-a-days, with all the civilization and improvements which the enlightened English Government have kindly brought home to India, premature

aths are very common, misery stares many a man and oman in the face, Bacchus rules almost every where, epiemics rage, many Law Courts are said to fail in knowing he truth and doing justice, Equity seems to exist in name, ome kind of oppression or want is complained of, chastity, onesty and goodness are subjects of question. If so, Why? o find out the causes with a view to check vice and reove the evils is not without the province of a paternal overnment as that of the British. It is first to be fairly dged where the wrong is,—whether in the People or in he Government or in Nature itself.

The total cost of maintaining the police force employed in the several municipalities, towns, and unions except Calcutta Proper during the year was Rs. 5,44,716 against Rs. 5,58,895 in the previous year. There was a slight increase in Howrah, due to an increase in the allotment for the repairs of police buildings. There was also some increase of expenditure under this head in Jumalpore. In the other municipalities and towns, taken as a whole, the sum expended in the maintenance of police was considerably less than that expended in the previous year; but the general impression is that no further substnatial reductions can be effected in the force without impairing efficiency. The percentage on income, excluding the balances of the previous year, to which police charges in the various classes of towns respectively amounted, was as follows. In towns under Act III of 1864, 23 per cent.; in those under Act VI of 1868, 42 per cent.; in chowkeedaree unions, 55 per cent; in the Jamaalpoor Municipality, 21 per cent.; and in all towns, 30 per cent. The expenditure per head of population on account of police in the municipalities of the different grades was as follows. In those under Act III, three annas, nine pies; in those under Act VI, two annas, eight pies; in those under Act XX, two annas, two pies; in the Jumalpore Municipality, four annas, eleven pies; and in all municipalities, three annas.

The total ordinary income of the Calcutta Municipality, amounted to Rs. 26,68,395. Of this sum, Rs. 19,01,598 were realized from the rates levied on houses and landed property, and on account of police, water, and lighting. The receipts on account of licenses on professions, trades, and callings amounted to Rs. 2,54,333, and those from taxes on carriages, horses, carts, and hackeries to Rs. 1,57,870. The balance Rs. 3,54,594, was made up of miscellaneous items, such as fees, rents, conservancy, slaughter-houses, and market receipts, &c. The extraordinary receipts amounted to Rs. 14,05,497.

The total loan liabilities of the Justices at the close of 1874 amounted to Rs. 1,46,60,600. Against this, a sum of Rs. 13,01,072 had up to 31st December 1874 been contributed to the sinking fund, while the interest on sums invested amounted to Rs. 1,87,245, or Rs. 14,88,317 in all. Of this, Rs. 14,67,767 had been invested in securities, and the balance, Rs. 20,550, remained in the hands of the trustees.

A correspondent writes to the *Bombay Statesman* that "H. H. Holkar, being indisposed, contemplates retiring from the active duties of a sovereign for 15 months. During his absence, the eldest prince will rule, assisted by a council of five ministers. The change was announced from the royal lips at a durbar held on his last birthday."

An Anglo-Indian Correspondent writes from London to the *Bombay Gazette*:—

"It will interest your readers to know the cause of the delay that has occurred at the India Office in dealing with the Revenue Jurisdiction Bill. A telegram was received here a fortnight ago from Simla, saying that the Government of India were sending home a fresh despatch regarding the Bill. This despatch should arrive by next mail, and, meanwhile, Lord Salisbury remains inactive. I suppose the despatch from Simla is meant as a reply to the memorial from the inhabitants of Bombay, and the protest of the Bombay Government. I can assure you, however, that there is a strong feeling at the India Office as to the impolicy of the Bill; and, if the Secretary of State had seen the draft of it before it was passed by the Council of three (Northbrook. Hobhouse, and Hope) at Simla, the Bill would never have been brought before the Council. Sir Barrow Ellis, who is supposed to know more about Bombay business than any body else, has put the notion into his Lordship's head that the Bombay Judges are found of going into opposition to the Government, and that a fatal precedent will be established if a Bill once passed by the Vicroy's Legislative Council is disallowed, because it has been condemned by the High Court of Bombay. The result will, probably, be a compromise, for, I think, Lord Salisbury will hardly be persuaded to sanction the Bill as it stands. As some doubts were expressed in Bombay as to the real authorship of the Bill. I think it right to assure you that Sir B. Ellis acts as if he were responsible for it, and that he is striving might and main to bully the India Office into sanctioning it."

The following instructions have been issued by the Chief Commissioner on the subject of adopting Hindi as the Court language in Oudh:—

"The opinions of officers are unanimous that Urdu should remain the language of our Courts; but that the use of difficult Perso-Arabic words should be discouraged as much as possible, and that writers generally should be made to write more legibly than they do at present. With regard to these latter points, the Chief Commissioner has to remark, that officers have the remedy of the grievances, which some of them so acutely deplore, very much in their own hands. If petition-writers, by the dismissal of one or more of their number for using unnecessarily long words, or for illegible writing, are once given to understand that these practices will not be tolerated, they will very soon see the expediency of discontinuing them, while Court Mohurirs and other officials will speedily rectify their shortcomings in this respect, if they are made to realize the fact that failure to do so will operate as a bar to all promotion.

The Chief Commissioner is further of opinion that the Kaithi character should be gradually substituted for that of Nagri, in writing the Hindi language. As a first step in this direction, the Director of Public Instruction should prescribe a form of Kaithi, which should be introduced into all the Government schools, and especially into the schools for Patwaris, which are now about to be established. As soon as it has been put beyond a doubt that the new character can be easily written, and is thoroughly understood, Patwaris generally might be called on to adopt it, instead of the vile character in which they keep their accounts at present, which is such that every man writes what seems good in his own eyes, regardless of whether his neighbours can read it, or whether he himself can do so at any future period."

We shall have to say a great deal on this subject in a future issue. In the meantime we deem it our duty, in the interst of the people of Oudh, to protest against this decision of the local Government. A national literature for Oudh will never be created unless Hindi is widely cultivated, and the best means of cultivating Hindi is to make it a Court language. Apart from this consideration, hardly one-tenth of the population of the Province understand Urdu thoroughly, and the Government, by attaching a factitious value to it, is doing real injury to the residents of Oudh. A greater mistake could not be made than in substituting Kaithi character for that of Nagri. The advice upon which the local Government is acting in this matter is most unsound, and should have been at once rejected.

The following account of the atrocities committed by Turkish regular troops in Bulgaria is from a letter by the *Daily News* correspondent in Belgrade:—

"It is difficult as yet to obtain positive estimates on the particulars of the havoc wrought by the Bashi-Bazouks in the district of Philippopolis. The insecurity of the roads is so great, that no Christian ventures to visit the destroyed towns and villages, in order to ascertain by personal inspection the extent of the devastation. For this reason, while some estimate the loss of innocent life at 25,000 men, women, and children, others believe it does not rise above the figure of 12,000. It is not only in the villages which defended themselves against the plunderous attacks of the Bashi-Bazouks that no distinction was made of guilt, sex, or age; in the first weeks of the revolt, all Bulgarians found on the highways in the cazas of Philippopolis and Tatar-Bazardjik were mercilessly massacred. As regards the loss of property, it is simply incalculable. Countless are the families which have been plundered of everything they possessed. The system followed by the Bashi-Bazouks has been this. As soon as they perceived on their way to the insurgent district, a Bulgarian village, they deputed emissaries to demand the arms of the inhabitants. If the demand was agreed to, as was generally the case, the arms were collected, houses plundered, and the inhabitants tortured for money; if not, if the sign of resistance was shown, the village was attacked, taken by assault, the inhabitants massacred or dispersed, and the houses pillaged and burnt. Some sixty large and small villages were burnt in this way; about 4,000 families have been left houseless and penniless to beg in the towns to feed upon grass in the mountains, or to starve. While life and property suffered in this terrible way, honour fared no better. Many are the young women who have been carried off from the destroyed villages—in cases for a few days only, in others, for ever—to form part of their captors' harems. A good many children have been also carried off, to be converted to Mahomedanism, and kept as drudges. All these horrors, all these wonton massacres and outrages, were committed in many cases under the eyes of the civil and military authorities."

The *Delhi Gazette* gives the following further particulars about the prisoner who flung a shoe at Mr. Keene, the judge of Agra, who passed a sentence on him:—

A carpenter hearing from a reliable source that his wife was on terms of intimacy with another, remonstrated with her, but she gave no heed to his solicitations. He was obliged at last to put an end to her life. He was committed to the Sessions by the Magistrate, and owing to discrepancies of the witnesses for the prosecution, he was sentenced to transportation for life. This sentence did not agree with his taste, and he had the audacity as report saith, to ask the Judge to change that sentence to one of death. But the fiat had gone forth, and nothing else could be done. At last the criminal perceiving that his request was not complied with, threw one of his shoes at the Judge. It is astonishing, however, to find that the guardians of the peace who were standing on either side of the prisoner, allowed him so much time, and did not even observe this, although their conduct afterwards, as is said, was praiseworthy. The Judge made over the prisoner to the Magistrate, who ordered three dozen lashes to be administered to him, so that it might serve as a warning to others.

The London correspondent of the *Times* of India says:—

The Law Courts have afforded us their usual quota of amusement this week, though the incidents are not so sensational and piquant as we have been lately accustomed to. Lord Dupplin has got his divorce, the case being of course undefended, as Lady Dupplin is at this moment living "under the protection" of Mr. Herbert Flower. Lady Catharine Henrietta Stuart, too, has obtained a decree for judicial separation from her husband, Sir Simon Stuart, on the ground of adultery. An amusing incident in this case was that the Baronet was the principal witness against himself. Writing to his daughter he unfortunately put into the envelope by mistake a letter just received from his mistress. He discovered the fatal error too late, but at once telegraphed to his daughter to destroy without reading it the note enclosed in the envelope addressed to her. The young lady showed the telegram to her mother, whose suspicions were aroused, and when the letter arrived it was opened and revealed the following note, which is not the sort of thing a man would like a jealous wife to get hold of:—

"Friday evening. My own Darling,—I was so pleased to see you last night. How good of you to come over! I do love having you here, dearest. It seems so nice when I wake up to be able to say to myself, 'I shall see my darling to-day.' What shall I do when you are gone, dear? It is so wearying then to know that I shall not see you for days; but it will not be for long, will it? You will come to me again and soon. It will not be to say 'Good bye, dearest,' will it then? No; things will go well with you, dearest. You see I am hopeful of the future—'our future,' won't it be dear? When you go away from me, dear—even to-night I feel so dull—will no one care for me? I am not the spoilt child you used to think me, dear, but your own fondly loving child—Linda."

Thus was the faithless Baronet "hoist on his own petard." The further investigation resulted in the discovery of "an establishment" in Porchester Street presided over by another lady than Lady Catharine, and such Turkish behaviour of course could not be tolereated. Then there has been an amusing libel case which has lasted three days, in which a surgeon on board one of the Union Steamship Company's vessels sued a captain in the same service for the following libel contained in a letter addressed by the captain to the superintendent of the Company at the Cape:—

"I have to report to you a circumstance of gross misconduct on the part of the surgeon of the Anglican. Whilst the Africaine was lying in Algoa Bay the surgeon of the Anglican came on board in the afternoon, and was particularly attentive to a young lady, the daughter of one of my passengers. About half-past midnight it was reported to me that he was in the lady's cabin, and I immediately proceeded there with her father, and upon turning the handle of the door found it bolted. When the door was opened the lady and doctor were found in the cabin. The father asked him what he was doing in the cabin, to which he replied that the lady had asked him to attend upon her as she had been vomiting for some time, which statement I strongly deny. I consider that his medical attendance was unnecessary, as he is a stranger to me, and our own medical officer was on board. I ordered him immediately to leave the ship. This he declined to do, and I had him removed by force and put on board the Atalanta by one of our boats."

In consequence of this report, the plaintiff was dismissed from the Company's service. There was a great deal of hard-swearing on both sides, but as the young lady's father distinctly corroborated the plaintiff's statement that he was in the lady's cabin merely as his medical attendant, and that there was not in his (the father's) opinion the slighest tmpropriety in the plaintiff's conduct, the jury found a verdict for the plaintiff with £100 damages."

The following telegrams were published in Monday's Daily papers:—

London, August 6.

"In the House of Lords, the motion of Lord Granville was agreed to, asking for the production of Lord Northbrook's despatches to the Home Government, of the 24th December 1874, together with the dissents of the members of the India Council from Lord Salisbury's despatch of the 31st May 1867. Lord Northbrook declared that there was no serious divergence between himself and the Home Government relative to the Tariff Act. Lord Salisbury said that it was impossible to recognise in the Indian Government the slightest claim to independence. While, however, it was necessary to maintain the supremacy of the Home Government, he would leave details, and the initiative, to the Indian Government; and the Home Government should judge whether any question of principle was involved, or only details.

There has been continuous severe fighting at the junction of the roads leading to Gorguschevatz.

Mr. James Sewell White is gazetted a Judge of the High Court of Calcutta, in succession to the Hon'ble Mr. Phear, resigned.

The following is a full text of the proceedings of the Deputation received by Lord Derby on 14th July, a full summary of which has already been telegraphed:—

London, July 14, 1876.

"Lord Derby received a Deputation to-day, consisting of 40 members of Parliament and 571 gentlemen from all parts of the country. They presented a Memorial in favour of strict neutrality, except in those cases where the British Government may be able to interpose its friendly offices to mitigate the horrors of the war, or to hasten the close of the conflict now raging in the East.

The Deputation was introduced by Mr. John Bright, who made a short speech in support of the Memorial.

Lord Derby, in reply, acknowledged the importance of the Deputation and the importance of its object, and, although, he said, he might not ratify the exact expressions contained in the Memorial, he would not hesitate to say that its object was expressing absolutely and entirely his mind. Lord Derby explained that he refused to adhere to the Berlin memorandum, because it was a compromise between Powers that were desirous of acting together, and that were yet not quite agreeing. He did not, therefore, think the compromise would ultimately work, and he felt sure that the Porte would not accept it, nor even the insurgents. That the British fleet has gone to Besika Bay, was not due to the initiative of England, but to that of all the foreign ambassadors at Constantinople, who wanted to be armed against any eventualities, against a massacre of British and other subjects. As far as human foresight was possible, it was most improbable that a general war would result from the conflict. Lord Derby said he did not see whence a difficulty should arise. France and Italy, he said, are not intending to make war, for financial and other reasons; the German Government and people have no direct interest in the question; and England will not go to war. Austria is in a peculiar position, but, for reasons of self-interest, she will not break the peace. In Russia, a powerful party is sympathising with the Slavonians, and desiring the erection of a Sclavonic Empire under Russian, guidance and influence; but that party is not in power and the Emperor of Russia is a sincere lover of peace. Russia has other reasons—for instance, her finances and the extent of her Asiatic conquests—not to wish for a war. The understanding arrived at between the Emperors of Austria and Russia, at the interview at the Castle of Reichstadt, is based on absolute non-intervention while the conflict continues, not excluding efforts in favour of the restoration of peace. Besides, it is added that they desire that, if anything is to be done, it should be done in concert by all the European Powers. England endeavours to keep the conflict within its present limits, and will endeavour to impress that view also upon others. I have no doubt that in this we shall succeed. All we desire, is to see fair play. If Turkey has decayed, we cannot help it; we have guaranteed Turkey against murder, but not against suicide, nor sudden death. If an opportunity for mediation offers, which opportunity may, perhaps, be near at hand, we shall avail ourselves of it.

Lord Derby subsequently received a deputation from the Christian League, which had also presented a Memorial to His Lordship. While severely criticising the latter, Lord Derby, in the main, expressed sympathy with the objects of the League, and said that atrocities had no doubt been committed by both sides."

ACKNOWLEDGMENTS.

Subscriptions.

	Rs.	As.	P.
Dhondo Ram Chundra Esqr., Jubbulpoor ...	5	0	0
H. H. Thakore Sahib Dajiraj of Wadwan Rajcote	5	0	0
Vishnu Morreshwar Esqr., Nassick	5	0	0
Ry. Yoganatha Avaray Sahib Tangore	1	2	0
Waman Apaji Madak Esqr., Rutnagherry ...	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Baybazar, Calcutta.*

তামাকের ধূমা যত উর্দ্ধে উঠিতে থাকে তাঁহার চিন্তা তত প্রগাঢ় হয়। বি, এস, দত্ত বাবুকে আমরা চিনিতে পারিলাম না।

—পুনার কোন রাস্তার উপর কতক গুলি ইট ও খোয়া রাশীকৃত ছিল। স্পিয়ার নামক এক জন সাহেব সেই রাস্তা দিয়া গাড়ী চড়িয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহার গাড়ী সেই খোয়ায় বাঁধিয়া উলটাইয়া পড়ে এবং তাহাতে তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। তিনি খোয়া সকল রাস্তার উপর অসাবধানে রাখা হইয়াছে বলিয়া তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর নামে ৪০ হাজার টাকার দাবি দিয়া একটী ক্ষতি পুরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। জজ সাহেব তাঁহাকে ১৫ হাজার টাকার ডিক্রী দিয়াছেন।

—এডিনবরায় গার্ডেনার নামক এক জন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি একটী যুবতী তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে না পারে এই উদ্দেশে আদালতে অভিযোগ করিয়াছে। গার্ডেনার এজেহার করে যে, যুবতীর মাতাকে সে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে সে গর্ভবতী ছিল, গার্ডেনার ইহা জানিতে পায় না। তাহাদের বিবাহের দুই তিন সপ্তাহের পর উক্ত যুবতীর জন্ম হয়। এ বিষয় গোপন করিয়া রাখা হয়। আদালত বলেন যে গার্ডেনার যখন ২০ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতীর পিতা বলিয়া জানিত হইয়া আসিয়াছে এবং যখন সে এ বিষয় কখন প্রকাশ্যরূপে অস্বীকার করে নাই, তখন সে এখন আর সে বিষয় অস্বীকার করিতে পারে না।

—পারিসের ৭ ক্রোশ দক্ষিণ একটী গ্রামে একটী ভদ্র লোক বাস করেন। তাঁহার ১৯ ও ১৭ বৎসর বয়স্কা দুইটী সুন্দরী কন্যা আছে। এই কন্যাদ্বয় তাঁহার বাগানের ১৫ ও ১৭ বৎসর বয়স্ক দুই জন মালীর সহিত বাহির হইয়া তাহারা ৪ জন ইংলণ্ডে আসিয়া অবস্থিতি করে। পিতা বহু অনুসন্ধানে তাহাদিগকে ধৃত করেন, কিন্তু কন্যাগণ আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। পিতা অগত্যা তাহারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলিয়া আদালতের সাহায্যে তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যান। মালিরা আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছে। কন্যারা এখন বলিতেছে যে তাহারা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেই তাহারা তাহাদের প্রণয়ীদের নিকট গমন করিবে।

—হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, এবার রাজসাহী অঞ্চলে গত আষাঢ় মাস হইতে উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হওয়ায় কৃষি কার্য্যের বিস্তর অসুবিধা হইয়াছে। এমন কি, অনেক স্থানের কৃষকগণ সুচারুরূপে আবাদ করিতে পারে নাই। ভাল২ ভূমির ধান্য বৃক্ষ জলে২ একেবারে পিঙ্গল বর্ণ হইয়া রীতি মত ঝাড় বান্ধিতে পারে নাই। এ দিকে আবার গত শুক্রবার হইতে দিবা রাত্রি একাদিক্রমে বারি বর্ষণ হওয়ায় বোয়ালিয়ার কয়েকটী দালান ভূগর্ভে পতিত হইয়াছে। শুনিলাম অনেকানেক স্থানের নিম্ন ভূমির ধান্য ডুবিয়া গিয়াছে। পদ্মার জলও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে যে, অত্র নদী তটস্থ বাঁধ ছুটিলে এক কালীন সর্ব্বনাশ হইবে, কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন হইতেই বাঁধ সংস্কার করণে একটুকু যেন যত্নবান হয়েন।

—ভারত মিহির বলেন, আট বৎসর গত হইল, ফরিদপুর হইতে এক ব্যক্তি কোন অপরাধে দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল। দ্বীপান্তরিত হইবার কিছু দিন পরে সে পোর্ট ব্লেয়ার হইতে এক খানা নৌকা করিয়া পালাইয়া আসিতেছিল। সমুদ্রের মধ্যে নৌকা খানা একটী ষ্টিমারের সম্মুখে পড়ে ঐ ষ্টিমার ইংলণ্ডে যাইতেছিল ষ্টিমারের অধ্যক্ষ ঐ পলায়মান ব্যক্তিকে আপনার ষ্টিমারে তুলিয়া লন॥ পলায়মান ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট এরূপ প্রকাশ করে যে, সে ধীবর মৎস্য ধরিতেছিল, হঠাৎ স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। অধ্যক্ষ তাহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যান সে তথায় ছয় মাস কাল অবস্থিতি করে। অনন্তর কলিকাতায় আনীত হয়। কলিকাতায় ১৮ মাস স্থিতির পরে সে ব্যক্তি আপনার জন্ম ভূমি ফরিদপুরে গমন করে। তথায় ৫ বৎসর গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। অনন্তর কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাদ হওয়ায় সে প্রকাশ করিয়া দেয়, এক্ষণে সেই অপরাধী ব্যক্তি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বরিশালে চালান হইয়াছে।

—ইংলণ্ডে একটি অপূর্ব্ব প্রথা প্রচলিত আছে। জুন মাসের কোন এক বিশেষ রবিবারে ইংলণ্ডস্থ সমুদয় গির্জা ঘরে যে সকল রোগী হাসপাতালে অবস্থিতি করে তাহাদের জন্য দান সংগ্রহ হয়। সে রবিবারের নাম হাসপাতাল রবিবার। এই দান সংগ্রহ শুদ্ধ গির্জ্জা ঘরেই আবদ্ধ থাকে না, যে২ স্থানে দশ জন লোক সমবেত হয় সে সব স্থানে এবং রাস্তার পার্শ্বে সহস্র২ টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকার জাতি ও সর্ব্ব প্রকার সম্প্রদায়ের লোকে এই দান দিয়া থাকেন।

—জনরব উঠে যে কলিকাতার হাইকোর্ট আলাহাবাদের হাইকোর্টের সহিত সমবেত হইয়া লর্ড লিটনের ফুলার সাহেব ঘটিত মিনিটের প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া কলিকাতার প্রধান বিচারপতি আলাহাবাদের বিচার পতিকে লিখেন। এ জনরব সত্য নহে।

—পাঠকগণের দামোদর পন্থের কথা স্মরণ আছে। পুলিশ ইনেস্পেক্টর গজানন ভিটল বরদার মহাযজ্ঞে কি কার্য্য করেন তাহাও সকলে জানেন। সম্প্রতি দামোদর গজাননকে এক খানি পত্র লিখে। সে পত্রের মধ্যে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা থাকে "আপনার আমার উপর আর তাদৃশ অনুগ্রহ নাই। কিন্তু আপনার আমার প্রতি পূর্ব্বমত অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত। কেন না আপনার উপর নির্ভর করিয়া আমি সেই কার্য্য সকল করি।"

—প্রভাকর বলেন, রাজ পুতানায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ টী ভিন্ন রাজ্য আছে, ইহার মধ্যে ১৫ টী রাজ পুত, ২ টী জাঠ অর্থাৎ ঢোলপুর এবং ভারতপুর ও একটী মুসলমান অর্থাৎ টঙ্ক রাজ্য। উক্ত অষ্টাদশ রাজ্যের রাজগণ নিম্নলিখিত কর দান করেন। উদয়পুর ২লক্ষ টাকা, জয়পুর ৪ টাকা, যোধপুর ৯৮ হাজার টাকা, খোটা ১৮৪৭২৭ টাকা, বুন্দি এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা, ঝালও যায় ৮০ হাজার টাকা, প্রতাপগড় ৭২ হাজার সাত শত টাকা, বাঁনকওয়ারা ২৪৩৮৭ টাকা, ডুঙ্গপুর ২৭৩৮৭ টাকা এবং সিরোলি ৭৫০০ টাকা। ইহা ব্যতীত উদয়পুর সৈন্য হিসাবে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা, যোধপুর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং কোঠা ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট, টঙ্কের নবাবের নিকট হইতে যে রাজ্যখণ্ড লইয়াছেন, তাহার কারণ উক্ত নবাবকে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া থাকেন।

—চব্বিশ পরগণার দক্ষিণস্থ সুন্দরবনের অন্তর্গত ৬ লক্ষ বিঘা বেবন্দবস্তী পতিত জমি জঙ্গল মহালের অন্তর্গত হইয়াছে। এক বৎসর হইল যশোরের দক্ষিণস্থ সুন্দরবনের কতকাংশ জঙ্গল মহালভুক্ত হইয়া যায়। এখন আর বিনামূল্যে সুন্দরবনের উক্ত ভাগে গাছ ইত্যাদি কাটা যাইবে না।

—সিমলাবাস লর্ড নিটনের পক্ষে তত সুখকর হইতেছে না। তিনি মধ্যে২ সিমলা পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য২ স্থানে গিয়া বাস করিতেছেন।

—কলিকাতার ছোট আদালতে একটী তর্ক উঠিয়াছে যে একটী ছাগল যাহা আদালতের ডিক্রী ক্রমে সিল করিয়া আনা হইয়াছে উহা যদি ক্রোকের পর কোন বাচ্চা প্রসব করে তবে সে বাচ্চা বিক্রয় হইতে পারে কি না। সম্পত্তির তালিকার মধ্যে বাচ্চার কথা কিছু লেখা ছিল না।

—এবার অতিবৃষ্টির জন্য বাঙ্গলায় নীল ভাল জন্মায় নাই।

—আড়াই শত বৎসরের অধিক গত হইল পৃথুরাজার রাজত্ব কালে আজমীরে একটী প্রস্তরময় জলপ্রণালী নির্ম্মিত হয়। উক্ত প্রণালী যোগে এক হাজার ফিট উচ্চে স্থিত দুর্গে জল লইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প ছিল। ইতি মধ্যে যবনেরা আসিয়া রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করে এবং পরিশেষে পৃথুরাজ বন্দী হন। উক্ত প্রণালীটি এখন অসম্পূর্ণাবস্থায় আছে। উহার গাঁথনি এরূপ শক্ত যে উহা হইতে এক খানি প্রস্তর খসান যায় না।

—সার্ব্বিয়া ও তুর্কির যুদ্ধে তুর্কিরা বলগেরিয়া দেশের খৃষ্টানদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করে। এই বিষয় পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক সভ্য পার্লিয়ামেণ্টে উত্থাপন করিয়া বলেন যে, সমুদয় ইউরোপে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি তুর্কিদের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে তুর্কিদিগকে সাহায্য করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী তদুত্তরে বলেন যে, যুদ্ধে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সকল অনুষ্ঠিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ইহার কিছুই জানেন না।

—হাইকোর্টের অন্যতম জজ গ্লোবার সাহেব বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ সিংহলে গমন করেন। তিনি সেখানে ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

—মান্দ্রাজ হইতে বোম্বাইয়ে এক জন স্বামী (পণ্ডিত) উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম বীরব্রহ্ম বীরবীর্য্য বসন্তরায় বিশ্বব্রহ্ম বায়ুশস্ত রামব্রহ্মস্বামী।

—আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া গেলে আর ঝড়ের আশঙ্কা থাকে না। বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরাও বিশ্বাস করেন যে, কোন একটী নির্দ্ধারিত দিনে সেখানে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া যায়। তাঁহারা সেই দিন একটি উৎসব করেন এবং তদুপলক্ষে একটি মেলা বসিয়া থাকে। উৎসবটি আর কিছুই নহে। সহস্র২ হিন্দু সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রে নারিকেল ফল নিক্ষেপ করেন এবং প্রার্থনা করিতে থাকেন যে, তাহাদের বাণিজ্য কার্য্য যেন সুচারুপূর্ব্বক সম্পন্ন হয়।

—গত শনিবার লেঃ গবর্ণর শেয়ারশোলের রাণী হরসুন্দরী দেবী ও রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়ার ভবনে গমন করেন।

—ভারতবর্ষের সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীদের বার্ষিক বেতন ১২ কোটি টাকা। ইহার দুই কোটি টাকা পেনসনে যায়। গবর্ণর জেনারেলের বার্ষিক বেতন ২॥০ লক্ষ ও ষ্টেট সেক্রেটরির ৫০ হাজার টাকা। অযোধ্যার পদচ্যুত নবাবকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পেনসন দিতে হয়।

—এডুকেশন গেজেট ষ্টাটিষ্টিকেল রিপোর্টার হইতে অনুবাদ করিয়া লিখেন, যশোহরের সুন্দরবনে যেখানে কপোতাক্ষ নদী বড়পাঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে অনেক বিচ্ছিন্ন ভগ্নকীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ স্থানের জঙ্গল কাটা হয়, তখন উক্ত বন প্রদেশে অনেক বড় বড় পুষ্করিণী, রাজপথ, হর্ম্ম্যভিত্তি প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছিল; এবং স্থানটি যে বিলক্ষণ সমৃদ্ধ ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থান হইতে আটত্রিশটী রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার দুইটি এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরিত হয়। নিরূপণ হইয়াছিল যে, মুদ্রাগুলি গয়াসউদ্দীন বুলবন এবং নসীরউদ্দীন মহম্মদের সময়ের। এই মুদ্রা-গুলিতে গয়াসউদ্দীনের নামাক্ষর অঙ্কিত আছে, তাহা ৬৭০ সালে বাঙ্গালা দেশে মুদ্রিত হইয়াছিল। কপোতাক্ষ নদীর পূর্ব্বোপকূলে মসজিদকূড়ের ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানে সা-গুম্বজ নামক একটী মসজিদ ছিল। উহা ১৪৫০ খৃঃ অব্দে খাঁ জাহানআলি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানের চারি দিকে আরও মুসলমান-কীর্ত্তি অনেক রহিয়াছে। বড় খাঁ ফতে খাঁ নামক খাঁ জাহানআলি বা খাঞ্জাআলির দুই জন প্রসিদ্ধ সেনাপতিরও সমাধি মন্দির ঐ সান্নিধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই স্থির হইাছে, রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকারের পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশ খাঁ বংশীয় মুসলমান ভূপতিগণের অধিকৃত ছিল।

—ভারতবর্ষবাসী ভদ্র২ ইংরাজেরা তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং মেমদের ছেলে পিলের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়া থাকিতে হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডে রূপার দর কমিয়া যাওয়ায় তত্রত্য প্রচলিত মুদ্রার হিসাবে এ দেশবাসী ইংরাজদের আয় কমিয়া গিয়াছে। এখন ভারতবর্ষের এক শত টাকা ইংলণ্ডে ৭০ টাকা হইয়া যায়। এই জন্য পঞ্জাবের পর্ব্বতোপরি ইংরাজ বালক বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজেরা এখন আর পুত্র কন্যাগণকে বিলাতে পাঠাইবেন না। ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন নামক পত্র ইহাতে আপাততঃ একটি শুভ ফল দেখিতেছেন। উক্ত পত্র বলেন যে ইংরাজদের স্ত্রী পুরুষদের মধ্যে যে সকল কুকাণ্ড হয় তাহার অনেকটা স্ত্রী পুরুষদের বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার জন্য হইয়া থাকে। এখানে বিদ্যালয় স্থাপন হইলে মেম সাহেবদের আর স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে থাকিতে হইবে না। আমরা দেখিতেছি যে রূপার দর কমিয়া যাওয়ায় ইংরাজদের এ দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবে, তাঁহাদের অনেকে হয়ত এখানে ঘর বাড়ী করিতে থাকিবেন। এই ঘনিষ্ঠতা জন্য পরিণামে এ দেশের পক্ষে শুভ ফল কি অশুভ ফল উৎপত্তি হয় তাহা আমরা এখন বলিতে পারি না।

—বাবু শ্রীনাথ দত্ত ব্যবসায়ী নামক কৃষি সম্বন্ধীয় যে এক খানি সাময়িক পত্র প্রচার করিতে সংকল্প করিয়াছেন লেঃ গবর্ণর তাহার সাহায্যার্থ মাসিক ২০ টাকা দান দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

—রাঙ্গনগ্ন ছোট আদালতের প্রথম ও দ্বিতীয় জজ তাঁহাদের কয় জন আত্মীয়কে তাঁহাদের অধীন কয়েকটী কর্ম্ম দেন। এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে বিচারপতিগণ যেন তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে তাঁহাদের অধীন কোন পদ প্রদান না করেন।

—ইংলিশ ম্যান শুনিয়াছেন খেলাতের খাঁর সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইয়া গিয়াছে।

—জেলা যশোরের অন্তর্গত খুলনিয়া মহকুমার জীবন জোওয়দার নামক চণ্ডাল জাতীয় এক ব্যক্তি তত্রত্য রংপুর নামক একটী বিলের পারাপার তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করে। প্রথম বৎসর সে বিলের শেওলা ধাপ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাস্তার আকারে জলের উপর দিয়া উক্ত দ্রব্য সকল বরাবর সাজাইয়া যায়। দ্বিতীয় বৎসর সেই সংগৃহীত ধাপের উপর আর এক স্তর ধাপ ইত্যাদি ফেলা হয়। তৃতীয় বৎসর সে বিলের জঙ্গলের সহিত কিছু মাটী সংগ্রহ করিয়া উক্ত ভাসমান রাস্তার উপর নিক্ষেপ করে। এই তিন বৎসরে ভাসমান রাস্তা ক্রমে২ বিলের তলদেশ গিয়া স্পর্শ করে এবং শেওলা, ধাপ ইত্যাদি ক্রমে মাটী হইয়া যায়। এখন উক্ত রাস্তা সাধারণ রাস্তার ন্যায় শক্ত ও চলাচলের উপযোগী হইয়াছে। জীবন জোওয়ারদারে এই রাস্তা করিতে ২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। উক্ত বিলের পরিশর এক ক্রোশ ও গভীর ৭ ফিট। উক্ত রাস্তার তলদেশ ১৮ ফিট ও উপরে ৮ ফিট। লেঃ গবর্ণর জীবন জোয়ারদারকে তাহার এই অধ্যবসায় ও দেশহিতৈষিতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

—ভারতবর্ষের দ্বীপান্তরিত আসামীগণকে এখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রেরণ করা হয়। পূর্ব্বে উক্ত দ্বীপপুঞ্জ অতি কুস্থান ছিল। কিন্তু এখন সেখানে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, বিদ্যালয়, বাজার, চিকিৎসালয়, দোকান প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। আন্দামানের আবহাওয়া উষ্ণও নহে শীতলও নহে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে সেখানে আহারীয় দ্রব্যাদি আমদানি হইত। এখন সেখানে শস্য উৎপন্ন হইতেছে।

—ইউরোপে বার্ত্তাবহ কপোতদিগকে শিক্ষা দেওয়ার বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ইউরোপে ফরাশীসরা প্রথম কপোত দ্বারা বার্ত্তাবহনের প্রথা প্রচলিত করেন। জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট বার্ত্তাবহ কপোত সকল পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফরাশীসরাও আবার কপোত শিক্ষার উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কপোতগণ অনাহারে শূন্য মার্গে কতক্ষণ বিচরণ করিতে পারে এই পরীক্ষা করিবার জন্য আটলাণ্টিক মহা সাগরের মধ্যে এক খানি জাহাজ রক্ষিত হইয়াছে এবং তথা হইতে কপোত সকল শূন্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

—ডেলিনিউস শুনিয়াছেন যে অনরেবল পিবিল্স সাহেব আমেরিকা হইতে এক জন স্পিরিচিউয়েলিষ্ট সমভিব্যাহারে শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। পিবিল্স সাহেব এখন আমেরিকায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে প্রাচীন কালে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে পরস্পর যে নিকট সম্বন্ধ ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।

—কলিকাতায় এবার যেমন বর্ষা হইতেছে ৪১৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। এবার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বর্ষা অধিক। সে দিন দানাপুরে বর্ষায় যে ক্ষতি হয় তাহার বিবরণ আমরা লিখিয়াছি। মান্দ্রাজেও অতিবৃষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি গুজরাটে এক দিন এত বৃষ্টি হয় যে তিন শত বাটী ভূমিসাৎ হয়। সিন্ধু নদ প্লাবিত হইয়া অনেক গুলি গ্রাম জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে সেখানে কৃষি কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

—ভারতবর্ষে এতদ্দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা চারি বৎসর পূর্ব্বে ২২৪২৫৮ ছিল, এখন ২৬৬৩৯১।

—জনরব যে ফিয়ার সাহেবের স্থানে বোম্বাইয়ের য়্যাডভোকেট জেনারেল হোয়াইট সাহেব হাইকোর্টের জজ হইবেন।

—বোম্বাই হইতে গত জুন মাসে দেড় কোটী টাকার তুলা ভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। বোম্বাইয়ের কলের কাজ হইয়াও বোম্বাই তুলা ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কি তুলার আবাদ হইতে পারে না? পাইকপাড়ার নরসারির অধ্যক্ষ বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় আমেরিকা হইতে লম্বা আঁশের তুলার বীজ আনিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে একবার আমাদের পাঠকগণকে এই তুলা চাষের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। লম্বা আঁশের তুলার আবাদ না হইলে আমরা দেশে সহস্র ২ কলই স্থাপিত করি, বিলাতি কাপড়ের আমদানি দেশে রহিত করিতে সক্ষম হইব না।

—যাঁহারা সংবাদ পত্রে পত্রাদি পাঠান তাঁহাদিগকে কোন সম্পাদক নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলি পালন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি আমাদের পত্র প্রেরকগণ এই নিয়ম গুলির উপকারিতা স্বীকার করিবেন। (১) সাদা কাগজে কাল কালি দিয়া ফাঁক২ করিয়া লিখিতে হইবে। (২) পৃষ্ঠা গুলি ছোট২ হইবে। (৩) এক পৃষ্ঠায় লেখা উচিত। লেখার চারিদিকে যেন স্থান থাকে। (৪) পৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক দেওয়া উচিত। (৫) লেখা খোসখত হউক বা না হউক স্পষ্ট হওয়া চাই। (৬) যে পত্র প্রকাশের জন্য পাঠান হয় তাহাতে সম্পাদকের উদ্দেশে অন্য কোন কথা লিখিত না হয়, সম্পাদককে কিছু লিখিতে হইলে অন্য আর এক খণ্ড কাগজে লিখিলেই ভাল হয়।

—আগ্রার ফুলার সাহেব তাঁহার সহিসমারা সম্বন্ধে আপনার সাফাই করিয়া সংবাদ পত্রে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে সহিসের উপর তাঁহার রাগ হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। কোচম্যান যখন তাঁহার গাড়ী দরজার নিকট লইয়া আইসে তখন সহিস আস্তাবলে ঘুমাইতে ছিল। তাঁহার মেম যখন গাড়ীতে চড়িতে যান তখন ঘোড়া এমন চমকিয়া উঠে যে মেম সাহেবের পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। সাহেব সহিসকে ডাকিলে সে উপস্থিত হয়, সে আসিয়া বেয়াদবি করে। এই জন্য তিনি অতি মৃদুভাবে তাহার গালে দুইটী চড় মারেন। সহিসের মাথায় একটী টুপি ছিল, সাহেব সে টুপিটী ধরেন, তাঁহার হাতে কতকগুলি চুলও বাঁধিয়া যায় এবং তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। সহিস তাহার পর স্থানান্তরে চলিয়া যায়। সাহেব সহিসের অবস্থা শুনিয়া তাহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনিতে পাঠান। ফুলার সাহেব আপনার সাফাইয়ে আর নূতন কথা কি বলিলেন? তবে তিনি বলেন যে তিনি অতি মৃদুভাবে চড় মারিয়া ছিলেন। পাঠক দেখিবেন যে এদিকে তাঁহার মেমসাহেব পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় সহিসের উপর তাঁহার রাগ হইয়াছিল, কিন্তু রাগ হইয়াছিল বটে তবুও তিনি অতি মৃদুভাবে চড় মারিয়া ছিলেন! সহিসের মৃত্যু কালীন যে তিনি ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন সে অতি দয়ার কায্য সন্দেহ নাই।

—হাইদ্রাবাদে ফুলারের মোকর্দ্দমার মত আর একটী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোপ সাহেব ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তিকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। আঘাতের কয়েক দিন পরে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়। এ মোকর্দ্দমার তদারক হইতেছে। আমদের ভরসা হইতেছে যে লর্ড লিটনের মিনিটের পরে এদেশের মাজিষ্ট্রেটগণ আর লিডস সাহেবের মত অবিচার করিতে সাহসী হইবেন না।

—কলিকাতার য়্যাটর্ণীগণ বিচারপতি ফিয়ারকে এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আদালত সমূহে হিন্দী কি উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত ইহাই লইয়া বহুদিন হইতে আন্দোলন হইতেছে। গয়া জেলায় হিন্দী ও উর্দ্দু উভয় ভাষাই প্রচলিত। সম্প্রতি অযোধ্যার আদালত সমুহে হিন্দী ভাষা প্রচলিত হওয়ার আদেশ হইয়াছে।

—ফুলারের মোকর্দ্দমা দেখিয়া মসূরীর এক জন সাহেব তাঁহার চাকরদিগকে ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন।

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পেটা নামক স্থানে কতক গুলি দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকে একত্রিত হইয়া ২০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। উক্ত টাকায় তাহারা একটী দোকান স্থাপন করিবেন। সেখানে শুদ্ধ ভারতবর্ষজাত বস্ত্রাদি বিক্রয় হইবে।

—হডসন নামক এক জন নাবিক তাহার এক জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে এক দিন সন্ধ্যাকালে জাহাজ ত্যাগ করিয়া ভ্রমণার্থে সহরে আইসে। কিছুক্ষণ পরে তাহারা ঘাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখে যে তাহাদের জাহাজের ডিঙ্গি কূলে লাগান রহিয়াছে। তাহারা ডিঙ্গির মাঝিকে তাহাদিগকে জাহাজে লইয়া যাইতে বলে। মাঝি বলে কাপ্তেন সাহেব ডাঙ্গায় আছেন, তিনি কখন ফিরিয়া আসেন তাহার ঠিক নাই, সুতরাং তাহারা ঘাট ছাড়িয়া যাইতে পারে না। কিন্তু হডসন বলপূর্ব্বক ডিঙ্গিতে উঠিয়া এক খানি বাঁশ দিয়া নৌকা বাহিতে থাকে। মাঝি তখন নিজে নৌকা বাহিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য হডসনের নিকট বাঁশ খানি চায়। কিন্তু হডসন সেই বাঁশ দিয়া মাঝিকে এই রূপে আঘাত করে যে সে জলে পড়িয়া যায় এবং সেখানেই তাহার মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে পোলিষ তাহার মৃত দেহ বাহির করে। হডসন কলিকাতার সেশনে সোপোর্দ্দ হয়। তাহার পক্ষের কৌন্সেলী বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি ফুলার সাহেবের মোকদ্দামা লইয়া এত ধূম ধাম না করিতেন তাহা হইলে এরূপ মোকদ্দামা সকল আদৌ সেশনে আসিত না। জজ বলেন যে যখন এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট হইয়াছে তখন এ বিষয় উচ্চ আদালতে সোপর্দ্দ করা উচিতই হইয়াছে। যাহা হউক জুরির বিচারে হডসন খালাস পাইয়াছে।

—এদেশ হইতে বৎসর বৎসর প্রায় ২৭ লক্ষ মন গোধূম ভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়।

—চীন দেশে ইংরাজ,রুশ,ফরাসীস ও আমেরিকানদের কিছু না কিছু আধিপত্য আছে। সম্প্রতি জর্ম্মনেরা উক্ত দেশের সহিত সংস্রব রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

—বরদার প্রধান মন্ত্রী সার মাধব রাও ফিরিঙ্গী বালক বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার্থ বরদায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বরদা বাসীদের জন্য রাজ্যে কয়টী বিদ্যালয় আছে?

—পল্লীগ্রামে সময়ে সময়ে জুয়াচোর ফকিরের নির্ব্বোধ ও অর্থলোভী ব্যক্তিদের নিকট টাকা মোহর করিয়া দিবে বলিয়া অর্থাপহরণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এই রূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। চাঁদ নামক এক ব্যক্তি মাণিক নামক এক জন মুসলমানকে বলে যে বোম্বাইয়ে এক জন ফকির আসিয়াছেন তিনি ভোজ বিদ্যা দ্বারা যত ইচ্ছা তত সোনা রূপা আনিতে পারেন। ইহা শুনিয়া মাণিকের কৌতুহল হয় এবং সে চাঁদের সহিত এক দিন ফকিরের সহিত দেখা করিতে যায়। ফকির অকস্মাৎ কতকগুলি মোহর উপস্থিত করে। মাণিক ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস করিয়া আর এক দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। সে দিন তাহার সম্মুখে শূন্য হইতে আস্তে২ এক থলিয়া টাকা ভূমিতে পতিত হয়। ঐ থলিয়ার মধ্যে ৫০০ টাকা ছিল, ফকির চাঁদকে বলে যে সে নিজে ১০ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট ৪৯০ টাকা অন্যান্য ফকিরদিগকে যেন বণ্টন করিয়া দেয়। মাণিককে বলা হয় যে সে যদি দরিদ্র ফকিরদের আহারার্থ অর্থ দান করে তবে সে শূন্য হইতে উক্ত রূপে বিস্তর অর্থ পাইবে। মাণিক এই আশায় প্রায় ৩০০ টাকা ফকিরকে দেয়। হঠাৎ সে এক দিন ফকিরের আস্তানায় গিয়া দেখে যে ফকির ও চাঁদ তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। মাণিক এখন বোম্বাইয়ের পুলিসে এজাহার দিয়াছে।

প্রেরিত।

প্রজা বিদ্রোহ নিবারক আইন।

যে গ্রামে দখলীসত্ব বিশিষ্ট প্রজা ও দখলীসত্ব হীন প্রজা একি হারে খাজানা দেয় সেখানে বিদ্রোহী নিবারক আইনের বিধি মতে দখলী সত্বহীন প্রজার নিরিখ অপেক্ষা শতকরা ন্যূন হারে দখলীসত্ব বিশিষ্ট প্রজার নিরিখ অবধারণ করার যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহা প্রচলিত হইলে জমিদার ও তালুকদারদিগের ভারি অনিষ্ট হইবে, যেহেতু প্রত্যেক গ্রামেই দখলীসত্ব বিশিষ্ট প্রজার সংখ্যা অধিক আছে ও ক্রমেই অধিক হইবে সুতরাং ক্ষতিও অধিক হইবে। আর যে স্থানে দখলী সত্ব হীন প্রজার নিরিখও দখলী সত্ব বিশিষ্ট প্রজার নিরিখে প্রভেদ নাই, সেই স্থলে এই নিয়ম করিলে দখলী সত্ব বিশিষ্ট প্রজারা কমি পাইবার সুযোগ পাইয়া নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে এবং দখলী সত্ব হীন অল্প সংখ্যা প্রজাগণ তাহাদের ভয়ে সেই দলভুক্ত হইবে। অতএব শস্যের কোন অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেই নিরিখ অবধারণের সহজ উপায় হইতে পারে। নূতন আইনের মতে নিরিখ অবধারণের অন্য কোন বিশেষ উপায় দেখান হয় নাই। ১৮৬৯ সালের ৮ আইন মতে নিরিখ অবধারণের নিয়ম বহাল রাখিলেই হয় ও কেবল শীঘ্র মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার বিশেষ নিয়ম করিলেই কোন পক্ষের আপত্তি নাই। এক মাত্র কালেক্টর সাহেবের বিবেচনার উপর নির্ভর রাখিয়া আপিলের পথ বন্ধ করা হইয়াছে। ১০ আইন মতে এই সকল কার্য্য কালেক্টর সাহেবদের হাতে হইবার নিয়ম ছিল, কি কারণে যে সেই ক্ষমতা তাঁহাদের হাত হইতে মুন্সেফদের হাতে উঠিয়া আসিয়াছে তাহাও বিবেচনা করা উচিত। রীতিমত বিচার ব্যতীত কেবল রিপোর্টের উপর নির্ভর রাখিলে উভয় পক্ষের ক্ষোভ হইবে। আপীল ও রীতমতে উকিল দ্বারা তর্ক বিতর্কের নিয়ম থাকা উচিত। পরন্তু এক গ্রামের জমি চাস কারক বহুতর প্রজার নামে এক নালিশ হইবার নিয়ম হইয়াছে কিন্তু ১০০ টাকার অধিক দাবি না হইলে আপীল হইবে না বিধান আছে, এক গ্রামের ১০ জন প্রজার নামে ৫০০ টাকার দাবিতে নালিশ হইলে ৪৫০ টাকার দায়ী ৯ জন প্রজা আপীল করা অনাবশ্যক বোধ করিল,কিন্তু ৫০ টাকা দায়ী একজন প্রজা আপীল করিতে ইচ্ছা করিল অথবা জমিদারই ইহাদের মধ্যে ১০০ টাকার কম দায়ী এক জনের নামে আপীল করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন মোকদ্দমার মোট তায়দাদ ধরিয়া আপীল হইবে কি এক২ প্রজার জমা ধরিয়া আপীলের তায়দাদ স্থির হইবে তাহার খোলাসা লেখা নাই। যে গ্রামের সমুদয় প্রজা বিদ্রোহী সেই গ্রামের প্রজাদের উপর ডিক্রী করিয়া ফল লাভ করা যায় না। কয়েক সন পর্য্যন্ত বিদ্রোহিতা গতিকে এক২ জনের নিকট বহুতর টাকা বাকি, তাহাদের ঘর দরজার মূল্য অধিক হয়না, ঐ ক্ষুদ্র মূল্যের ঘর বিদ্রোহী স্থানে অন্য কেহ খরিদ করিতেও সাহসী হয়না এবং বিদ্রোহী দলভুক্ত প্রযুক্ত গ্রামবাসীগণ কিতৎপার্শ্ববর্ত্তী বিদ্রোহী গ্রামের লোকেও খরিদ করিতে চায়না। ক্ষেত্রের শস্য ও গবাদি দ্বারা টাকা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে তাহা ও নিশানদার অভাবে ডিক্রীর ফল লাভ করা যায়না অতএব দায়ীকান ও প্রতিবাসীগণ হইতে জায়দাদের তালিকা লওয়ার নিয়ম করিলে তাহার উচিত বিধান হইবে। অনেক জমিদার তালুকদারগণের এরূপ কয়েক সনের খাজনা বাকি পড়িয়াছে সুতরাং তাহারা ঋণী হইয়াছেন ও সেই দেনার দায়ে মহল সমস্ত নিলামে উঠিতেছে। কতক বা সদর খাজানা দাখিল না হইয়াও নিলামে উঠিতেছে, শেষে কোন উপায় না দেখিয়া অনেকে অতি অল্প মূল্যে সম্পত্তি বিক্রি করিতেছে। বিদ্রোহী প্রধান স্থানের ভূ-সম্পত্তির মূল্য কমিয়াছে বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ধনী ও বড় জোতদারগণ আপন২ লপ্তে সম্পত্তি এই সুযোগে নিলামেও খোসকওলায় সহজে খরিদ করিতেছে। কোন ক্ষুদ্রাংশের সরিকান যাহাদের সরিকি নিলামাদী দ্বারা রহিত হইয়াছে, তাহারা বিদ্রোহী প্রজাদের নিকট কিছু২ স্বার্থসাধন করিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াও জনরব আছে। অতএব তৎসম্বন্ধেও কোন বিধান থাকা কর্ত্তব্য। নূতন আইন মধ্যে কালেকটর সাহেবদিগের নারাজীর আপীলে যে তাহাদের নিষ্পত্তির রায় ফয়ছলা লওয়া হইবে তাহার সময় অবকাশ দেওয়া উচিত।

শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য
সাং উত্তর সাপুর

মফস্বলের চিকিৎসা।

পরের উপর নির্ভর করা আমাদের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। এ স্বভাব নষ্ট করা ক্রমে অসাধ্য হইতেছে। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিলে অধিকতর সুখে ও সম্মানে থাকিতে পারা যায় তথাপি পরের চাকর হইয়া অর্দ্ধ ভোজন করিয়া ও অপমানিত হইয়া থাকিতে লোকের কষ্ট হয় না। আমাদের দেশে এমন ধনী অনেক আছেন যাহারা নিজ অর্থ দ্বারা একাকী অথবা দুই দশ জনে মিলিয়া স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা অধিকতর সুখে ও সম্মানে কাটাইতে পারেন, দশ জন দেশীয় লোকের উপকার করিতে পারেন তথাপি এ ধনে গবর্ণমেণ্টের কাগজ কিনিয়া অল্প লাভ করা তাহাদের পক্ষে স্বর্গ সুখ। ধনী লোকেরা নিজের অর্থ সত্বেও কেরাণীগিরি প্রভৃতি চাকরি করিলে কেবল তাহাদের নিজের মানের লাঘব করেন এমন নহে, তদ্বারা নিরুপায় অর্থহীন ব্যক্তিদের দুঃখের কারণ ও হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে অধিক বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহা বলিতে বসিয়াছি তাহাই বলিব। পল্লী গ্রামের চিকিৎসার দুর্দ্দশা কিছু বলিব। আমরা কলিকাতায় বসিয়া বিবেচনা করি আজ কাল ডাক্তারের ছড়াছড়ি। কিন্তু একবার কলিকাতা হইতে ৪। ৫ ক্রোশ বাহিরে যাইলেই আমাদের সে ভ্রম দূর হয়। এই বঙ্গ দেশ যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সভ্যতায় প্রধান, এখানে এখনও চিকিৎসা কার্য্যের এত অসুবিধা যে উহা রাজধানীর লোকেরা কখন কল্পনা করিতে পারেন না।

কলিকাতায় ডাক্তারের ছড়াছড়ি, ডিস্‌পেন্‌সরির ছড়াছড়ি, কিন্তু পল্লিগ্রামে তিন চারি ক্রোশের মধ্যে এক জন নেটিভ ডাক্তারও পাওয়া যায় না। আমি শুনিয়াছি গবর্ণমেণ্টে ২০। ২৫ টাকা বেতনের চাকরির জন্য প্রায় ৮০ জন নেটিভ ডাক্তার উমেদারি আছেন, কত দিনে কর্ম্ম পাইবেন তাহার নিশ্চয় নাই। চাকরির যে সুখ তাহারা তাহা বিলক্ষণ জানেন। চাকরি করিতে হইলে তাঁহাদিগের অনেককে এমন স্থানে যাইতে হইবে যে সেখানে অর্থ ব্যয় করিয়াও চাউল, দুগ্ধ মৎস্য প্রভৃতি সামান্য আহারীয় দ্রব্য ও পাওয়া যায় না। এ রূপ চাকরি করা অপেক্ষা নিজে কলিকাতা হইতে ৫০ ৬০ ক্রোশের মধ্যে যে সকল পল্লী আছে সেই২ পল্লিগ্রামে যদি এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ অন্তর এক একটী গ্রামে এক২ জন করিয়া অবস্থান করেন তাহা হইলে তাহাদের ও মাসে২ ৫০। ৬০ টাকা উপার্জ্জন হয় এবং এ সকল গ্রামের লোকদিগের ও চিকিৎসার যথেষ্ট সুবিধা হয়। এক গ্রামে থাকিলে নিকটস্থ ৫। ৭ খানি গ্রামের লোক তাঁহাকে ডাকিতে পারে। আমি হুগলি জেলায় অনেগুলি গ্রামে যাইয়া দেখিয়াছি যে সেখানে অনেক গুলি ভদ্র লোক ও চাষা লোক বাস করে, কিন্তু ২। ৩ ক্রোশের মধ্যে এক জন ডাক্তার পাওয়া যায় না। যদি ডাক্তার আবশ্যক হয় তবে দূর হইতে আনিতে হয় এবং এক বার আনিতে হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। পল্লিগ্রামের অধিকাংশ লোক নির্ধন, তাহারা ৮। ১০ টাকা খরচ করিয়া এক বার ডাক্তার আনিতে পারে না, এ জন্য পল্লিগ্রামের অনেকেরই হয় বিনা চিকিৎসায় মরিতে হয় না হয় অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসায় চির জীবন কষ্ট পাইতে হয়। এমন স্থলে যদি তাহারা অল্প ব্যয়ে নেটিভ ডাক্তার পায় তাহা হইলে যে তাহারা অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে ডাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ ডাক হইলে নেটিভ ডাক্তারেরাও বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারেন গ্রামবাসীরাও সুচিকিৎসার ফল পাইতে পারেন। আমি হুগলি ও নদিয়া জেলার অনেক পল্লিগ্রামের চিকিৎসা বিষয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া ইহা লিখিলাম। যদি নেটিভ ডাক্তারেরা ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে তাহারা এক একবার এই সকল গ্রামে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। যখন কলিকাতার এত নিকটবর্ত্তী এই দুইটি জেলার এই অবস্থা তখন বর্দ্ধমান প্রভৃতি অন্যান্য জেলার যে ইহা অপেক্ষা অধিক মন্দ অবস্থা তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। এখন যদি আমার পরামর্শ মত নেটীভ ডাক্তারেরা এ উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে এ সকল স্থানে অনেক গুলি প্রতিপালিত হইতে পারেন। পরিশেষে নেটীভ ডাক্তারদিগকে এই পরামর্শ দিই যে তাহারা এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ অন্তর ৫। ৭ খানি গ্রাম লইয়া এক এক জন অবস্থান করুন। তাহাতে তাঁহাদেরও মঙ্গল পল্লিগ্রামবাসীরাও হাতুড়ের চিকিৎসা ও বিনা চিকিৎসা হইতে পরিত্রাণ পান। আর ও বক্তব্য যে এই রূপ অবস্থিতি হইয়া যেন তাঁহারা অল্প ভিজিটে নিকটস্থ গ্রামে যান। তাহাতে তাঁহাদের অনেক ডাক হইবে এবং গরিব গ্রামবাসীরাও সকল রোগে সুচিকিৎসা প্রাপ্ত হইবে। আর অধিক ভিজিট চাহিলে গরিব লোকেরা ডাকিতে পারিবে না তাহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। এই সকল পল্লিগ্রামবাসী ভদ্র লোকদিগকে ও এই পরামর্শ যে তাঁহারা ৫। ৭ খানি গ্রাম মিলিয়া এই রূপ একটী নেটীভ ডাক্তারের থাকিবার সুবিধা করিয়া দিয়া আপন আপন গ্রামের মঙ্গল করুন।

কস্যচিৎ দেশ হিতৈষিণঃ।

সাধারণের বিদ্যা শিক্ষা।

এক্ষণে যে প্রণালীতে সাধারণের প্রতি বিদ্যা দান করা হইতেছে এবং যে পরিমাণে তদ্দ্ দেশে ব্যয় হইতেছে যদিচ তাহাতে কতক উপকার হইয়াছে বটে কিন্তু তাদৃশ ফল লাভ হয় নাই। অনেক স্থলে পাঠশালা আছে এবং পাঠশালায় সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থানে পাঠশালা নাই এবং যে পরিমাণে এ প্রদেশে লোকের বাস সে পরিমাণে বিদ্যাদান হয় না অর্থাৎ শত করা ১০। ১২ জন বিদ্যা লাভ করে কি না সন্দেহ। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকৃত দেশ সমস্তেই পুলিষের বন্দোবস্ত আছে এবং পঞ্চাশ ঘরের ন্যূন নহে এক শত ঘর লোকের উপর এক২ জন পুলিষের চৌকিদার বা পাহারাওয়ালা আছে এবং প্রত্যেক চৌকিদারের অধীনে এক খানি বা তদধিক নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র২ গ্রাম আছে। ঐ চৌকিদারের মহালায় এক জন ফৌজদারী মণ্ডল আছে। ঐ মণ্ডলেরা এক্ষণে কোন বেতন পায় না। পুলিষের কনষ্টেবল অবধি উচ্চ হাকিমান পর্য্যন্ত এবং জমিদারের অধীনস্থ আমলাগণ ও সাহেবান যে কোন ব্যক্তি মফঃস্বলে যান তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত ঐ মণ্ডলকে এবং চৌকিদারকে কিছু না কিছু পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু তাহারা ইহার নিমিত্ত বেতন পায় না। মহালার মধ্যে চুরি বা অন্য কোন দুর্ঘটনা হইলে তাহাদিগের ক্লেশের ইয়ত্তা থাকে না, এ জন্য মণ্ডলকে সচরাচর পরিবার ভরণ পোষণ নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্য বা চৌর্য্যানুরূপ ইতি অপকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, সুতরাং মণ্ডলী কার্য্যে কোন ভদ্র স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি গমন করেন না। ইহা না হইয়া যদি প্রত্যেক চৌকিদারের মহালায় ৫ জন করিয়া ভদ্র স্বভাব বিশিষ্ট গৃহস্থকে মণ্ডল উপাধি প্রদান করিয়া পুলিষে একটী রেজেষ্টরি প্রস্তুত করা হয় এবং প্রত্যেক চৌকিদারের মহালায় এক এক জন গুরু মহাশয় নিযুক্তের নিমিত্ত সব ডিবিজনের ডেঃ মাঃ, জমিদার ও পুলিষের প্রধান কর্ম্মচারীগণ আপনাপন এলাকার মধ্যে প্রজা বর্গকে এবং ঐ মণ্ডল বর্গকে পাঠশালা স্থাপনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন তাহা হইলে প্রায় সর্ব্ব স্থানে পাঠশালা হইতে পারে। চৌকিদারের বেতন যে রূপ গ্রাম্য লোকে দিয়া থাকে সেই রূপ গ্রাম্য লোকে গুরু মহাশয়ের বেতনও দিতে পারে এবং প্রত্যেক পাঠশালায় পঞ্চাশ জনের অধিক বালক হইতে পারে এবং গড়ে দুই আনা হিসাবে মাহিয়ানা ধরিলে ৬ টাকার কম নয় সাতআট টাকা পাইতে পারেনা এই সকল মণ্ডল গণ ঐ সমস্ত পাঠশালা সর্ব্বদা তদারক করিতে পারেন। এই প্রণালী দ্বারা শুদ্ধ বালক ও গুরু মহাশয়দিগের বিদ্যার উন্নতি হইবেক এমত নহে, ইহাতে মণ্ডল ও বালকদিগের পিতার ও অন্যান্য অধিক বয়স্ক ব্যক্তিরাও বিদ্যালাভে সমর্থ হইবেক এবং এই রূপে বিদ্যার চর্চ্চা হইলে বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম সমূহে সাহায্য প্রাপ্ত ও প্রজাদিগের নিজ ব্যয়ে রীতিমত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত দেশীয় ভাষা ও ইংরাজী ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন হইবার সম্ভব। ঐ মণ্ডলগণ চৌকিদারের ও গুরু মহাশয়ের বেতন প্রজার অবস্থা অনুসারে অবধারিত করিয়া দিতে পারেন, এবং বেতন আদায়ের শৈথিল্য হইলেও তাহাদিগের যত্নে আদায় হইতে পারে, রাজ পুরুষ বা আদালতের সাহায্য লইবার আবশ্যক করেন না। এই সমস্ত পাঠশালার ছাত্রেরা যাহাতে লিখিতে এবং পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারে এবং শুভঙ্করের সঙ্কেতানুসারে জরীপ করিতে ও অঙ্কাদি কসিতে পারে এবং খত পাট্টা প্রভৃতি লিখনের ধারা শিখিতে পারে এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। আপাততঃ এরূপ শিক্ষা দিবার গুরু মহাশয় সমস্ত পাওয়া কঠিন কিন্তু গুরু মহাশয়রা যদি প্রত্যেক ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে কিছু২ অর্থ পারিতোষিক দেওয়া হয়, এবং তাহাদিগের স্থায়ী রূপে মনোনীত করা হয় এবং ঐ গুরু মহাশয়দিগের মধ্যে যাহারা উত্তম হন তাহাদিগকে সারকেল পণ্ডিত করা হইলে ভাল হইতে পারে। এক্ষণে দেশীয় ভাষা বিদ্যালয় সমূহের যে সমস্ত ছাত্র নিষ্কর্ম্মা আছেন অথবা ছাত্র বৃত্তি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন অথবা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই এমত রূপ ব্যক্তিদিগকে অগ্রে মনোনীত করা উচিত। তাহা হইলে গুরু মহাশয়েরা ক্রমে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী আরো উত্তর উত্তর শিখিতে পারেন। এক্ষণে যেরূপ পাঠশালার পরীক্ষা আছে সেই রূপ থাকে এবং পাঠশলার ছাত্রেরা যেরূপ ছাত্র বৃত্তি পাইয়া কোন দেশীয় ভাষা বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পাঠ করে সেই রূপ থাকে ছাত্রদিগের ৩ টাকা না দিয়া ২ টাকা দিলে তত হানি নাই, কিন্তু যে পাঠশালার ছাত্ররা যে বৎসর উত্তীর্ণ হইবে সেই এক বৎসরের নিমিত্ত সেই গুরু মহাশয়কে দুই টাকার হিসাব সাহায্য দান করা হয়। এক্ষণে যে গুরুমহাশয়ের ছাত্রেরা অধিক সংখ্যায় ছাত্র বৃত্তি পায় তাহাদিগের সাহায্য কিছু বেশী হওয়া উচিত অর্থাৎ ঐ গুরু মহাশয়দিগের বৃত্তির রেট ২। ৩।৪ টাকা হইলে ভাল হয় এবং পাঠশালার ছাত্র বৃত্তির ঐ রূপ রেট হওয়া উচিত। এক্ষণে যে টাকা ছাত্র বৃত্তি দেওয়া হয় তদনুরূপ বা কিছু বেশী গুরু মহাশয়দিগের পুরুস্কার দিলে ভাল হয়, এক পাঠশালায় একের অধিক ছাত্র বৃত্তি পাইতে পারে, কিন্তু গুরু মহাশয় দিগকে তত অধিক বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে না সেই টাকা পরীক্ষোত্তীর্ণ গুরু মহাশয়দিগকে পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। পাঠ গৃহ যে রূপ গৃহস্থের বাটীতে হইয়া থাকে সেই রূপ এক্ষণে থাকুক কিন্তু ঐ গৃহ স্বতন্ত্র থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহা ক্রমে সাধারণের যত্নে দ্বারা হইতে পারে। এক্ষণে লোকের যেরূপ বিদ্যা শিক্ষার যত্ন হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অল্প সাহায্য করিলে এ প্রণালী চলিতে পারে যে পর্য্যন্ত ভাল গুরু মহাশয় না পাওয়া যায় তত দিন এই প্রণালীতে হউক, যত ভাল গুরু মহাশয় পাওয়া যাইবেক তত ইহাদিগকে অবসর দেওয়া যাইবেক, আপাততঃ গ্রাম্য লোকের দ্বারা গুরু মহাশয়েরা মনোনীত হউক কিন্তু উহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া তদপেক্ষা ভাল লোক না হইলে গ্রাম্য লোকে ছাড়াইতে পারিবেন না। গুরু মহাশয়ের কোন দোষ থাকিলে ঐ মণ্ডলেরা ডেঃ মাজিষ্ট্রেটকে জানাইবেন, ডেঃ মাঃ ইহার দণ্ড করিবেন। এই সমস্ত পাঠশালা সব ডিঃ ইন্‌সপেক্টরের দ্বারা যে পর্য্যাবেক্ষণ হইয়া আসিতেছে সেই রূপ থাকে, এবং গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্যানুসারে ১০।১৫ পাঠশালার উপর এক২ পণ্ডিত থাকে এবং মাসে দুইবারের কম নয় প্রত্যেক পাঠাশালা পরিদর্শন করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন এই রূপ সারকেল পণ্ডিত যত অধিক পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে ততই পাঠশালার উন্নতি হইবে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণের বিদ্যাদান নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয় করিতে নিদৃষ্ট করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক ব্যয় লাগিবে না। সবডিবিজনের হাকীমান যখন মফঃস্বলে আইসেন তখন এই সমস্ত পাঠাশালা ২।৪টী নিজে দৃষ্টি করিয়া গুরুমহাশয়ের ও ছাত্র বর্গের উৎসাহ প্রদান করিবেন, তদব্যতীত যাহারা অধিক শিখিতে আকাঙ্খা করেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রত্যেক থানায় একটীর কম নয় উচ্চ শ্রেণীর ইং বিদ্যালয় এবং ২।৩টী গবর্ণমেণ্ট হউক বা সাহায্য প্রাপ্ত দেশীয় ভাষা বিদ্যালয় ও ২।৩টী মাইনর ছাত্রবৃত্তি ইং বিদ্যালয় হইলে আপাততঃ যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে এবং প্রত্যেক জেলায় এক একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে বিদ্যালয় পর্য্যাবেক্ষণের যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যক হয় না সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালা স্থাপনের বিষয় যেরূপ উল্লেখ করা ইহার এইরূপ বন্দোবস্ত পরীক্ষার্থে কোন এক স্থানে অগ্রে করা উচিত। যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া ২৪ পঃ অন্তর্গত আমাদের এই জয়নগর থানা ঐরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে সম্মত হয়েন তাহা হইলে আমিও তদবিষয়ে শ্রমের দ্বারা সাহায্য করিতে ক্রটী করিব না এবং ঐ রূপ মণ্ডল বর্গের দ্বারা লোক সংখ্যা করার সময় অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্টের ও প্রজা বর্গের সময়২ যথেষ্ট উপকার দর্শিবেক এবং তাহাদিগের দ্বারা অনেক কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিদাস দত্ত।
মজিলপুর।

হাতুরি রাস্তা।

পুপরি কুটী হইতে মোজফরপুর আন্দাজ ১৬। ১৭ ক্রোশ হইবে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র ২ প্রায় ২০।২৫ টা পুল আছে, দুঃখের কথা বলিতে কি পুল গুলি অতিশয় বেমেরামত ও ভগ্ন, অধিকাংশের মধ্য স্থলে ২। ৩ টী করে ছিদ্র আছে, কেবল দুই পার্শ্বের খিলান গুলি বজায় আছে, উপরে কেবল ছোট ২ কাষ্ঠ পাতা আছে তাহার উপর খোওয়া ও মাটী প্রায়ই নাই বোধ হয় প্রস্তুত কালীন যে সমস্ত মাটী ও খোওয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার পর উহাতে আর কখন হস্তার্পণ হয় নাই। মহাশয় এই রূপ ভগ্ন পুলের উপর দিয়া গমনাগমন করা যে কত দূর ভয়ানক তাহা লিখিয়া কি জানাইব। গাড়ী ঘোড়া লইয়া যাওয়া দূরে থাক্ একাকী গমন করা বড়ই সুকঠিন। এ রাস্তাটীকে মানুষ মারা ফাঁদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাত্রি কালে উক্ত পুল গুলির উপর দিয়া কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে প্রাণটী হাতে করিয়া যাইতে হয়। আজও বর্ষা হয় নাই, অধিক বৃষ্টি হইলে যখন অপরাপর পথ সমুদায় বন্দ হইবে এবং উক্ত পুলের উপর দিয়া সকল জীব জন্তু পশু প্রভৃতি গমন করিবে তখন এইরূপ ভগ্ন পুল বহু সংখ্যক জন প্রাণীর ভার বহন করিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। গাড়ী ঘোড়া লইয়া পুলের সম্মুখবর্ত্তী হইলে শোণিত শুষ্ক হয়, প্রাণ উড্ডীয়মান হয়, ইষ্ট দেবতার নাম লইয়া চলিতে হয়। বর্ষা আগত প্রায়। অদ্যাবধি ফেরিফণ্ডের কর্ম্মচারীগণের ইহা দৃষ্টি গোচর হইল না। এ বৎসর যদ্যপি সংস্কার না হয় তাহা হইলে ইহাতে সাধারণের যে কত দূর কষ্ট ও অসুবিধা হইবে তাহা বলা যায় না। মহাশয় এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত রাস্তার কি মা বাপ নাই ? আর সহরে মিউনিসিপাল এবং বাহিরে ফেরিফণ্ড কর্ম্মচারিগণ থাকিয়া সাধারণের কি মঙ্গল কামনা করিতেছেন ? এ সকল কর্ম্মচারীগণ থাকার আবশ্যক কি ? কখন ২ মধ্যে ২ উক্ত কর্ম্মচারিগণের কেহ২ উক্ত রাস্তায় অশ্বারোহণ করিয়া যাইতে দেখি। তাঁহাদের সৌভাগ্য বশতঃ দৈবক্রমেও অশ্বের পদ স্খলিত হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ কর্ম্মচারিগণ পুলের সমীপবর্ত্তী হইলেই তাহাদের কিঞ্চিৎ দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য হয়। এ বিষয় কেহই মনোযোগ করেন না। এ জন্য আমি গবর্ণমেণ্ট নিকট কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যেন অতি সত্বর এ বিষয় মনোযোগ করেন নচেৎ সাধারণের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভব।

২২এ জুলাই ১৮৭৬। বহরমপুর। } একান্ত বশম্বদ শ্রীভুবন মোহন ঘোষ।

বিজ্ঞাপন।

নাটককার উমেশ চন্দ্র প্রণীত।

‘ মহারাষ্ট্র কলঙ্ক ’

(আরঙ্গ জীবের সাময়িক ইতিহাস মুলক দৃশ্য কাব্য)

মুল্য ॥৵০ আনা।

সাধারণী, বেঙ্গল মেগাজীন্,ভারত সংস্কারক ও এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ২ কাগজে ইহার প্রশংসা পরিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকার বান্ধব কার্য্যালয়, কলিকাতার কেনীং লাইব্রেরী এবং হিন্দু হোষ্টেলে বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।